কবিতা

প্রার্থনা

কায়কোবাদ

বিভো, দেহ হৃদে বল!
না জানি ভকতি, নাহি জানি স্তুতি,
কি দিয়া করিব, তোমার আরতি
আমি নিঃসম্বল!
তোমার দুয়ারে আজি রিক্ত করে
দাঁড়ায়েছি প্রভো, সঁপিতে তোমারে
শুধু আঁখি জল,
দেহ হৃদে বল!

বিভো, দেহ হৃদে বল!
দারিদ্র্য পেষণে, বিপদের ক্রোড়ে,
অথবা সম্পদে, সুখের সাগরে
ভুলি নি তোমারে এক পল,
জীবনে মরণে, শয়নে স্বপনে
তুমি মোর পথের সম্বল;
দেহ হৃদে বল!

বিভো, দেহ হৃদে বল!
কত জাতি পাখি, নিকুঞ্জ বিতানে
সদা আত্মহারা তব গুণগানে,
আনন্দে বিহ্বল!
ভুলিতে তোমারে, প্রাণে অবসাদ,
তরুলতা শিরে, তোমারি প্রসাদ
চারু ফুল ফল!
দেহ হৃদে বল!

বিভো, দেহ হৃদে বল!
তোমারি নিঃশ্বাস বসন্তের বায়ু,
তব স্নেহ কণা জগতের আয়ু,
তব নামে অশেষ মঙ্গল!
গভীর বিষাদে, বিপদের ক্রোড়ে,
একাগ্র হৃদয়ে স্মরিলে তোমারে
নিভে শোকানল!
দেহ হৃদে বল!

(সংক্ষেপিত)

কবি-পরিচিতি

কায়কোবাদ ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী। প্রবেশিকা পর্যন্ত লেখাপড়া করে তিনি ডাক বিভাগে চাকরি নেন। অনেক দিন ধরে তিনি নিজগ্রাম আগলাতেই পোস্টমাস্টারের দায়িত্ব পালন করেন। ছেলেবেলা থেকেই কবিতা লেখায় তাঁর হাতেখড়ি হয়। তারপর আপন স্বভাবে তিনি ক্রমাগত লিখে গেছেন। তাঁর রচিত 'মহাশ্মশান' বিখ্যাত মহাকাব্য। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে অশ্রুমালা, শিবমন্দির, অমিয়ধারা, মহররম শরীফ ইত্যাদি।
১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে কবি কায়কোবাদ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

শব্দার্থ

প্রার্থনা – মুনাজাত, আবেদন।
বিভো – বিভু, স্রষ্টা, এখানে 'বিভো' বলে কবি স্রষ্টাকে সম্বোধন করেছেন।
রিক্ত করে – শূন্য হাতে।
পেষণে – অত্যাচারে।
ক্রোড় – কোল।
পল – মুহূর্তকাল, নিমেষ।
অশেষ – যার শেষ নেই, অন্তহীন।
বিষাদ – বিষণ্নতা, দুঃখবোধ।
স্মরিলে – স্মরণ করলে, মনে করলে।
প্রসাদ – অনুগ্রহ।
হৃদে – হৃদয়ে, মনে।
বল – শক্তি, জোর।
স্তুতি – প্রশংসা।
আরতি – প্রার্থনা।
চারু – সুন্দর।
নিকুঞ্জ – বাগান।
শোকানল – শোকরূপ অনল, যে শোক হৃদয়কে দগ্ধ করে।

পাঠ-পরিচিতি

'প্রার্থনা' কবিতাটি কবির 'অশ্রুমালা' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। কবি এ কবিতায় স্রষ্টার অপার মহিমার কথা বর্ণনা করে স্রষ্টার উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছেন। কবি ভক্তি বা প্রশংসা করতে না জেনেও কেবল চোখের জলে নিজেকে নিবেদন করেন। বিপদে, আপদে, সুখে, শান্তিতে সব সময় তিনি বিধাতার কাছ থেকে শক্তি কামনা করেন। গাছে গাছে পাখি, বনে বনে ফুল সবই বিধাতাকে স্মরণ করে। তাঁর অফুরন্ত দয়ায় জগতের সব কিছু চলছে। তাঁর কাছেই সকলে সাহায্য প্রার্থনা করে। তাঁর অপার করুণা লাভ করেই বিশ্ব–সংসারের প্রতিটি জীব ও উদ্ভিদ প্রাণধারণ করে আছে। তাঁর দয়া ছাড়া আমরা এক মুহূর্তও চলতে পারি না। সুখে–দুখে, শয়নে–স্বপনে তিনি আমাদের একমাত্র ভরসা। আমরা রিক্ত হস্তে পরম ভক্তিভরে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই : হে প্রভু, আমাদের দেহে ও হৃদয়ে শক্তি দাও। আমরা যেন তোমার আরাধনায় নিজেদের নিবেদন করতে পারি।

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা স্রষ্টার মহিমা সম্পর্কে জানবে এবং তাদের মনে ধর্মবোধ জাগবে। তারা স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং সৎ ও সুন্দর জীবন গঠনে তৎপর হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'সঁপিতে' শব্দের অর্থ কী?
ক. স্মরণ করতে
খ. প্রার্থনা করতে
গ. ভক্তি করতে
ঘ. সমর্পণ করতে

২. 'সদা আত্মহারা তব গুণগানে' –কারা আত্মহারা?
   ক. মানুষ   খ. পাখি
   গ. প্রকৃতি   ঘ. তরুলতা

৩. 'নিকুঞ্জ বিতান' শব্দদ্বয়ের অর্থ:
   ক. ফুলের দোকান   খ. ফুলের বাগান
   গ. বৃক্ষরাজির বাগান   ঘ. চারাগাছ বিক্রির দোকান

৪. কবি স্রষ্টার কাছে আত্ম সমর্পণ করেছেন কোন চরণের মধ্য দিয়ে–
   ক. দেহ হৃদে বল   খ. তুমি মোর পথের সম্বল
   গ. ভুলিতে তোমারে, প্রাণে অবসাদ   ঘ. স্মরিলে তোমারে, নিভে শোকানল

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্ধৃতাংশটুকু পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও:

এই বিশাল পৃথিবী, তার অপর সৌন্দর্য, প্রাণের সঞ্চার, উপভোগের বিশাল আয়োজন সব কিছুই পরম করুণাময় স্রষ্টার দান। ভক্ত হৃদয় এই দয়ার দান প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করে এবং স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। ভক্তের হৃদয়নিঃসৃত বাণী:

বিভো, দেহ হৃদে বল!
না জানি ভকতি, নাহি জানি স্তুতি,
কি দিয়া করিব, তোমার আরতি
আমি নিঃসম্বল!

ক. বিভো শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?
খ. উদ্ধৃতির আলোকে স্রষ্টার প্রতি মানুষের অসীম কৃতজ্ঞতার কারণ কী–বুঝিয়ে লেখ।
গ. উদ্দীপকে স্রষ্টার যে অবদানসমূহের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তোমার পাঠ্য কবিতাটির স্মরণে তার তালিকা তৈরি কর।
ঘ. কবি তার ভক্তহৃদয়ে 'বল' দেবার জন্য স্রষ্টার কাছে কীভাবে প্রার্থনা জানিয়েছেন–বিশ্লেষণমূলক উত্তর দাও।

২. উদ্ধৃতাংশটি পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও:

স্রষ্টা পরম করুণাময়। ভক্ত কবির স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। কিন্তু তিনি প্রার্থনা করার প্রথাগত নিয়ম জানেন না। কেবল চোখের জলে নিজেকে স্রষ্টার কাছে নিবেদন করেছেন। সুখ–শান্তিতে, মঙ্গল–অমঙ্গলে, প্রাপ্তিতে–বিরহে তিনি আকুল হয়ে স্রষ্টাকে স্মরণ করেছেন। কেননা স্রষ্টাই পরম স্নেহশীল, স্রষ্টাই মঙ্গলময়।

ক. উদ্ধৃতিটির মর্মকথা কোন কবিতার বিষয়বস্তু?
খ. স্রষ্টার প্রতি কবি কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন–ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্ধৃত অংশটি তোমার পঠিত কবিতার সাথে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ?
ঘ. উদ্ধৃতির আলোকে স্রষ্টার মঙ্গলময় স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

দুরন্ত আশা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মর্মে যবে মত্ত আশা
সর্পসম ফোঁসে,
অদৃষ্টের বন্ধনেতে
দাপিয়া বৃথা রোষে
তখনো ভালো–মানুষ সেজে
বাঁধানো হুঁকা যতনে মেজে
মলিন তাস সজোরে ভেঁজে
খেলিতে হবে কষে!
অন্নপায়ী বঙ্গবাসী
স্তন্যপায়ী জীব
জন–দশেকে জটলা করি
তক্তপোশে বসে!
ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো,
পোষ–মানা এ প্রাণ
বোতাম–আঁটা জামার নীচে
শান্তিতে শয়ান।

দেখা হলেই মিষ্ট অতি
মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্টগতি,
গৃহের প্রতি টান–

তৈল–ঢালা স্নিগ্ধ তনু
নিদ্রারসে ভরা
মাথায় ছোটো বহরে বড়ো
বাঙালি সন্তান।
ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন!
চরণ–তলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।
ছুট্‌ছে ঘোড়া, উড়ুছে বালি,
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়–তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছি নিশিদিন–
বর্‌শা হাতে, ভরসা প্রাণে,
সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল–বাধা–হীন।

বিপদ–মাঝে ঝাঁপায়ে পড়ে
শোণিত উঠে ফুটে,
সকল দেহে সকল মনে
জীবন জেগে উঠে।
অন্ধকারে সূর্যালোতে
সন্তরিয়া মৃত্যুস্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হতে
মত্ত হাসি টুটে।

বিশ্বমাঝে মহান যাহা
সঙ্গী পরানের–
ঝঞ্ঝা মাঝে ধায় সে প্রাণ,
সিন্ধু মাঝে লুটে।

নিমেষ–তরে ইচ্ছা করে
বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে
জীবন–উচ্ছ্বাসে–
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ
ঊর্ধ্ব নীলাকাশে।
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে
আম্রবনছায়ে
সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে
গুপ্ত গৃহবাসে। **(সংক্ষেপিত)**

কবি-পরিচিতি

বিশ্বকবি, বিশ্বনন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে তাঁর জন্ম ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে, ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ। ছেলেবেলায় বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা পড়াশুনায় তাঁর মন বসেনি। পড়াশুনার জন্য তাঁকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমী এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু পাঠ শেষ করবার আগেই তিনি সেসব ছেড়ে দেন। সতেরো বছর বয়সে তাঁকে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাত পাঠানো হয়। কিন্তু ব্যারিস্টারি পড়া শেষ না করেই দেশে ফিরে আসেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই তাঁর কবি–প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাঁর 'বনফুল' নামে কবিতার বই বের হয়। সাহিত্যের সকল শাখায় অসামান্য দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। কবিতা, সংগীত, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, রম্যরচনা ইত্যাদি সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর পদচারণা ছিল স্বচ্ছন্দ, উজ্জ্বল। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, সুরকার, শিক্ষাবিদ, নাট্য–প্রযোজক ও অভিনেতা। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজিতে অনূদিত 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য তিনি এশীয়দের মধ্যে প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য হল : মানসী, সোনার তরী, কল্যাণী, চিত্রা, বলাকা, খেয়া, ক্ষণিকা, সেঁজুতি, পুনশ্চ, নৈবেদ্য, পুরবী, মহুয়া ও শেষ লেখা। আমাদের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' তাঁরই লেখা। রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় পরলোকগমন করেন।

শব্দার্থ

মর্ম – হৃদয়, মন।
তক্তপোশ – চৌকি।
মত্ত – মাতাল, এখানে প্রবল অর্থে ব্যবহৃত।
ক্লিষ্টগতি – ক্লান্তগতি।
সর্পসম – সাপের মতো।
স্নিগ্ধ তনু – সুন্দর দেহ।
রোষ – রাগ, ক্রোধ।
নিদ্রারসে ভরা – ঘুম–কাতর।
অদৃষ্ট – ভাগ্য, কপাল।
বহরে – আকারে।
অন্নপায়ী – যে অন্ন পান করে, কবি এখানে বোঝাতে চান যে, আমরা কষ্ট করে ভাতও চিবিয়ে খেতে চাইনে।
বহ্নি – আগুন।
নিরুদ্দেশ – অজানার পথে পাড়ি জমানো।
শোণিত – রক্ত।
স্তন্যপায়ী – যে মায়ের দুধ পান করে, শিশু।
সুপ্ত – নিদ্রিত।
জটলা – ভিড়।
গুপ্ত – গোপন।

টীকা

পোষমানা এ প্রাণ– ঘরের প্রতি আমাদের টান বড় বেশি। বাইরের জগতে যে পরিবর্তন আসে তার প্রতি আমাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। খাঁচায় পোষ মানানো প্রাণীর মতোই আমরা গৃহকোণে আবদ্ধ।

বর্শা হাতে, ভরসা প্রাণে, সদাই নিরুদ্দেশ– মরুবাসী বেদুয়িন বিরূপ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে। তপ্ত মরুর বুকে সে ঘোড়া ছুটিয়ে অজানার পথে পাড়ি জমায়। সামনের বাধা–বিপত্তিকে সে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

পাঠ-পরিচিতি

'দুরন্ত আশা' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মানসী' কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত। ভীরুতা নয়, সাহসিকতার মধ্যে জীবনের প্রকৃত পরিচয় নিহিত– কবি তাঁর কবিতায় এ সত্যটিকেই তুলে ধরেছেন।

আমরা একটি অতি আরামপ্রিয় জাতি। ভদ্রতার মুখোশ পরে আমরা নিজেদের দুর্বলতাকে ঢেকে রাখি। আমাদের মনে

যখন কোনো উচ্চাশা জাগে তখন অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে আমরা নিজেদের গৃহকোণে আবদ্ধ রাখি। সংগ্রামের পথ বেছে নিতে আমরা নারাজ, প্রাণের ভয় আমাদের সবসময় উদ্বিগ্ন করে রাখে। নিতান্ত ভালো মানুষ সেজে নিরীহ জীবনযাপনই আমাদের কাম্য। আমরা একান্তভাবেই ঘরমুখো– সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস আমাদের নেই। কবির কাছে এ জীবন আকাঙ্ক্ষিত নয়। আরবের মরুচারী বেদুয়িনদের উদ্দাম স্বাধীন জীবন তাঁকে অনেক বেশি আকর্ষণ করে। বিপদের মুখোমুখি হওয়ার মধ্যেই তিনি জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান। এ বিশ্বের যা কিছু মহান ও কল্যাণকর তা সংগ্রামের মধ্য দিয়েই অর্জিত হয়েছে।

পাঠের উদ্দেশ্য

ভীরুতা নয়, সাহসিকতার মধ্যে জীবনের প্রকৃত অর্থ নিহিত– শিক্ষার্থীরা এ সত্য উপলব্ধি করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'দুরন্ত আশা' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে?

ক. মানসী খ. সোনার তরী
গ. বলাকা ঘ. ক্ষণিকা

২. 'দুরন্ত আশা' কবিতার মূল বক্তব্য কোনটি?

i. কাপুরুষতায় জীবনের সার্থকতা নেই
ii. শান্তিপ্রিয় মানুষই সার্থক মানুষ
iii. সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সার্থকতা আসে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i ও iii

৩. 'মাথায় ছোটো বহরে বড়ো
বাঙালি সন্তান'–পঙ্ক্তিটির অর্থ কী?

ক. বাঙালি লম্বায় খাটো দেহে চওড়া
খ. বাঙালি বুদ্ধিতে খাটো দেহে চওড়া
গ. বাঙালি দেহে ক্ষীণকায় বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ
ঘ. বাঙালি ধৈর্যশীল এবং সংগ্রামী

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্ধৃতিটি পড় এবং নিচের প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও:

আমরা অলস, নির্বিকার ও আরামপ্রিয় জাতি। আত্মকেন্দ্রিকতা আমাদের মূলমন্ত্র, গৃহকোণ আমাদের নিরাপদ স্থান। ভাগ্যের দোহাই দিয়ে অন্তরের উচ্চাশাকে আমরা দমিত রাখি। প্রাণের ভয় আমাদের বিশ্বজয়ের পথকে রুদ্ধ করে রাখে।

ক. উদ্ধৃত বক্তব্যের সঙ্গে তোমার পঠিত কোন কবিতার মিল আছে।

খ. 'আমরা অলস, নির্বিকার আরামপ্রিয় জাতি'–বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্ধৃতিটির সঙ্গে তোমার পঠিত কবিতাটির কোন কোন ক্ষেত্রে মিল আছে–উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

ঘ. প্রাণের ভয় আমাদের বিশ্বজয়ের পথকে রুদ্ধ করে রাখে।'–উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২. উদ্ধৃতিটি পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও:

ভীরুতা নয়, সাহসিকতার মধ্যেই জীবনের অর্থ নিহিত আছে। সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই জীবনের প্রত্যয়। বিপদের মুখোমুখি হয়ে জয়কে ছিনিয়ে আনাই জীবনের সাহসিকতা। আরব বেদুয়িনদের কাছে উদ্দাম স্বাধীন জীবনই কাঙ্ক্ষিত। বিশ্বের সকল মঙ্গলময় অর্জনই সম্ভব হয়েছে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

১. বেদুয়িন কারা?

২. সামনের দিকে কীভাবে এগিয়ে যাওয়া যায়–বুঝিয়ে লেখ।

৩. 'কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সাহসিকতা প্রয়োজন' এই মন্তব্যটি তোমার পঠিত 'দুরন্ত আশা' কবিতার সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত?–আলোচনা কর।

৪. 'ভীরুতা নয় সাহসিকতাই জীবনের অর্থ'–উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

অভিযান

কাজী নজরুল ইসলাম

নতুন পথের যাত্রা–পথিক
চালাও অভিযান!
উচ্চকণ্ঠে উচ্চার আজ–
"মানুষ মহীয়ান!"
চারদিকে আজ ভীরুর মেলা,
খেল্‌বি কে আর নতুন খেলা?
জোয়ার জলে ভাসিয়ে ভেলা
বাইবি কি উজান?
পাতাল ফেড়ে চলবি মাতাল
স্বর্গে দিবি টান্‌॥

সমর–সাজের নাই রে সময়
বেরিয়ে তোরা আয়,
আজ বিপদের পরশ নেব
নাঙ্গা আদুল গায়।
আস্‌বে রণ–সজ্জা কবে,
সেই আশায়ই রইলি সবে!
রাত পোহাবে প্রভাত হবে
গাইবে পাখি গান।
আয় বেরিয়ে, সেই প্রভাতে
ধরবি যারা তান॥

আঁধার ঘোরে আত্মঘাতী
যাত্রা–পথিক সব
এ উহারে হানছে আঘাত
করছে কলরব।
অভিযানের বীর সেনাদল!
জ্বালাও মশাল, চল্‌ আগে চল্‌!
কুচকাওয়াজের বাজাও মাদল,
গাও প্রভাতের গান!
উষার দ্বারে পৌঁছে গাবি
'জয় নব উত্থান!'

কবি-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে মে (বাংলা ১৩০৬ সনের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নজরুল ইসলাম বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করতে পারেননি। দশম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে তিনি স্কুল ছেড়ে বাঙালি পল্টনে যোগাদান করেন। যুদ্ধ শেষ হলে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয়। নজরুল কলকাতায় ফিরে এসে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় সাপ্তাহিক বিজলী পত্রিকায় তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হলে চারদিকে সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কবিতায় পরাধীনতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উচ্চারিত হয়েছে। অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর লেখায় প্রবল প্রতিবাদ করেন। এজন্য তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' বলা হয়।

কবিতা, সংগীত, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও গল্প–সাহিত্যের সকল শাখায় আমরা তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল পরিচয় পেয়ে থাকি। বাংলায় তিনি ইসলামি গান ও গজল লিখে প্রশংসা পেয়েছেন। তাঁর লেখায় তিনি আরবি–ফারসি শব্দের ব্যবহারে কুশলতা দেখিয়েছেন। দুর্ভাগ্য যে, মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁর সাহিত্যসাধনায় ছেদ ঘটে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর কবিকে ঢাকায় এনে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। তিনি আমাদের জাতীয় কবি। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে, 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা', 'সিন্ধু–হিন্দোল', 'চক্রবাক', 'রিক্তের বেদন' ইত্যাদি। কবি ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

শব্দার্থ

অভিযান – নতুন কিছু জয়ের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাওয়া

উজান – স্রোতের বিপরীত দিক।

উচ্চার – উচ্চারণ করো, ঘোষণা কর।

পরশ – স্পর্শ, ছোঁয়া।

মহীয়ান – যে মহিমা বা মহত্ত্ব লাভ করে।

নাঙ্গা – নগ্ন, খালি।

ভীরু – যে ভয় পায়; বিপদে বা বাধার সামনে যে সাহসের পরিচয় দিতে পারে না।

আদুল – অনাবৃত, খোলা।

সমর – যুদ্ধ।

রণসজ্জা – যুদ্ধের সাজ।

মাদল – এক রকমের বাদ্যযন্ত্র।

উত্থান – জাগরণ।

টীকা

মানুষ মহীয়ান– মানুষই কেবল মহত্ত্ব লাভ করতে পারে। মানুষ তার সৃষ্টি–শক্তিবলে নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করে। সকল প্রকার বাধা তুচ্ছ করে যখন সে সম্মুখ পথে এগিয়ে চলে তখনই নতুন প্রভাতের সূচনা ঘটে।

স্বর্গে দিবি টান– এখানে স্বর্গ বলতে মহাকাশকে বোঝানো হয়েছে। নতুন দিনের অভিযাত্রী দল একদিকে যেমন ভূগর্ভের সম্পদ আহরণ করবে অন্যদিকে তেমনি বিশাল মহাকাশের রহস্য উদ্‌ঘাটন করবে।

পাঠ-পরিচিতি

'অভিযান' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের 'সিন্ধু–হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত।

নতুন দিনের তরুণ অভিযাত্রী সামনে এগিয়ে চলবে। সামনের বিপদ ও বাধাকে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করবে। তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হবে, মানুষই কেবল নিজের চেষ্টায় মহত্ত্ব লাভ করতে পারে। তরুণ অভিযাত্রী সংগ্রামের পথ বেছে নেবে। নতুন দিনের নতুন প্রভাত তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাবে।

নবজাগরণের জয়গান গীত হবে তরুণ অভিযাত্রীর কণ্ঠে।

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পড়ে শিক্ষার্থীদের মনে নতুন সৃষ্টির উদ্দীপনা জাগবে। বিপদ ও বাধাকে তুচ্ছ করে তারা সামনে এগিয়ে চলার প্রেরণা লাভ করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন গুচ্ছের সবগুলো গ্রন্থই কাজী নজরুল ইসলাম রচিত
   - ক. রিক্তের বেদন, সিন্ধুহিন্দোল, পূরবী, কিশলয়
   - খ. রিক্তের বেদন, কল্যাণী, বেনু ও বীণা
   - গ. বিষের বাঁশী, চক্রবাক, সাম্যবাদী
   - ঘ. অগ্নিবীণা, অশ্রুমালা, সর্বহারা

২. 'সমরসাজ'–এর পরিপূরক শব্দ কোনটি?
   - ক. যুদ্ধযাত্রা
   - খ. রণসজ্জা
   - গ. নৌবহর
   - ঘ. রণভেরী

৩. 'অভিযান' কোন শ্রেণীর কবিতা?
   - ক. প্রশস্তিমূলক
   - খ. বর্ণনামূলক
   - গ. উদ্দীপনামূলক
   - ঘ. গবেষণামূলক

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্ধৃতিটি পড় এবং নিচের প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও:

শান্তি সাহস ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে মানুষই পারে নব উত্থানের দিকে এগিয়ে যেতে। চারিদিকের বিরাজমান সংকটকে অতিক্রম করে নতুন প্রভাতের সূচনা করতে পারে মানুষ। তাই ভীরুতা নয় সাহসিকতাই আজ একান্তভাবে কাম্য।

ক. সংকটাপন্ন সময়ে কাকে আহ্বান করা হয়েছে?
খ. মানুষ কীভাবে নতুন প্রভাতের সূচনা করতে পারে,–বর্ণনা কর।
গ. "উচ্চকণ্ঠে উচ্চার আজ–
"মানুষ মহীয়ান!", পঙ্ক্তিটির সঙ্গে উদ্ধৃত অংশের বক্তব্যের কী কী মিল আছে বর্ণনা কর।
ঘ. উদ্ধৃত অংশের বক্তব্যকে যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ কর।

২. উদ্ধৃতিটি পড় এবং নিচের প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও:

অভিযানের বীর সেনাদল!
জ্বালাও মশাল, চল্ আগে চল্
কুচকাওয়াজের বাজাও মাদল,
গাও প্রভাতের গান।

ক. বীর সেনাদল কারা?
খ. 'জ্বালাও মশাল' উক্তিটির মধ্য দিয়ে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন–ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্ধৃত চরণ চারটির মধ্য দিয়ে কীভাবে তোমার পঠিত 'অভিযান' কবিতার মূল বক্তব্য ফুটে উঠেছে–বর্ণনা কর।
ঘ. অভিযানে বীর সেনাদল কীভাবে সার্থকতা অর্জন করতে পারবে–বিশ্লেষণ কর।

খাঁটি সোনা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মধুর চেয়েও আছে মধুর
–সে এই আমার দেশের মাটি,
আমার দেশের পথের ধুলা
খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি।

চন্দনেরি গন্ধভরা,
শীতল করা, ক্লান্তি–হরা
যেখানে তার অঙ্গ রাখি
সেখানটিতেই শীতল পাটি।

শিয়রে তার সূর্য এসে
সোনার কাঠি ছোঁয়ায় হেসে,
নিদ–মহলে জ্যোৎস্না নিতি
বুলায় পায়ে রূপার কাঠি।

নাগের বাঘের পাহারাতে
হচ্ছে বদল দিনে রাতে,
পাহাড় তারে আড়াল করে
সাগর সে তার ধোয়ায় পাটি।

নারিকেলের গোপন কোষে
অন্ন–পানী' যোগায় গো সে,
কোল ভরা তার কনক ধানে
আটটি শীষে বাঁধা আঁটি।

মধুর চেয়েও আছে মধুর
সে এই আমার দেশের মাটি।

(সংক্ষেপিত)

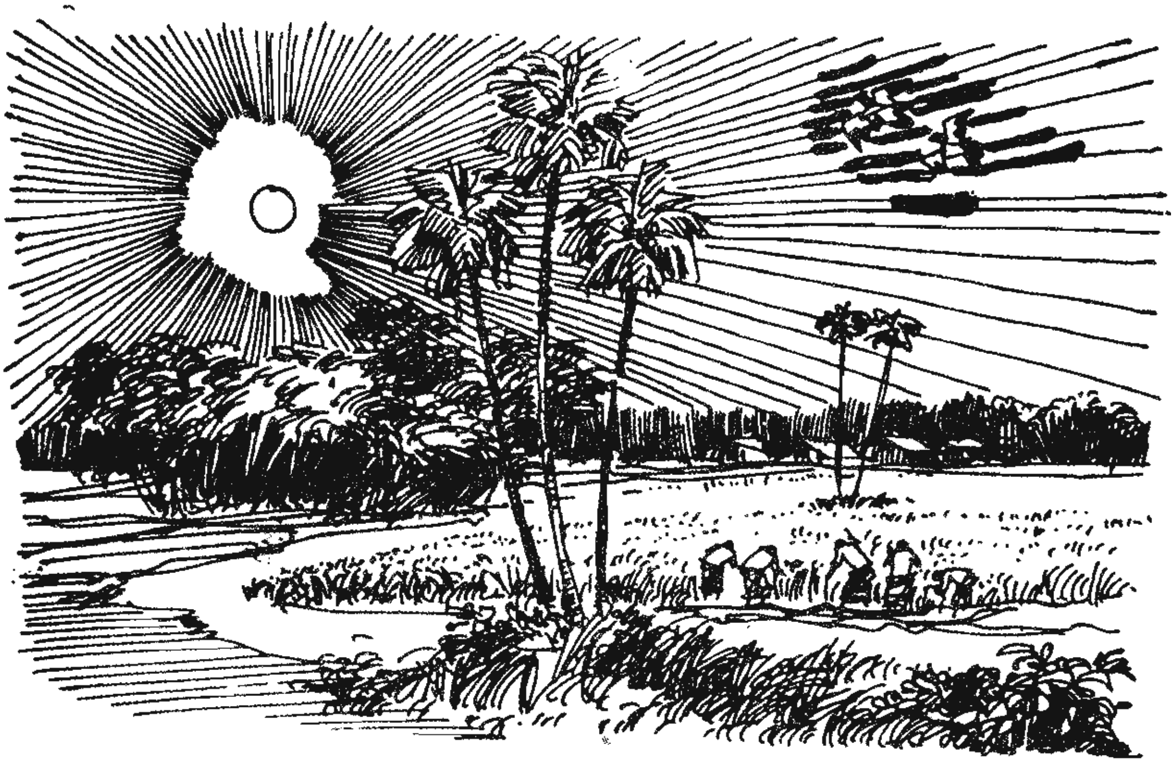

কবি-পরিচিতি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার কাছাকাছি নিমতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । কাব্যরচনার ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ও শুভেচ্ছা লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রিয়ভাজন হয়েও তিনি কাব্য–নির্মাণ–কৌশলের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেকটা সরে এসেছিলেন। তাঁর কবিতার বিষয়গুলো নতুন ছন্দের দিক থেকেও বিচিত্র। ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন বলে তিনি 'ছন্দের জাদুকর' বলে খ্যাতি পেয়েছেন। শব্দ ব্যবহারেও নৈপুণ্য দেখিয়েছেন এই কবি। বাংলা কবিতায় তিনি প্রচুর আরবি–ফারসি শব্দের ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত সার্থকভাবে। একজন সফল অনুবাদক হিসেবেও তিনি খ্যাতি পেয়েছেন। তীর্থ সলিল ও তীর্থরেণু– এ দুটি তাঁর অনুবাদ কবিতার সংকলন। বেণু ও বীণা, হোমশিখা, ফুলের ফসল, কুহু ও কেকা, তুলির লিখন, মণিমঞ্জুষা, অভ্র আবীর, বিদায় আরতি তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে কবি ইহলোক ত্যাগ করেন।

শব্দার্থ

ক্লান্তি–হরা – যা ক্লান্তি হরণ করে।

শিয়র – মাথার দিক।

নিদ–মহল – ঘুমের পুরী। এখানে 'রাত্রি' অর্থে ব্যবহৃত।

নিতি – নিত্য, সবসময়।

নাগ – সাপ।

অন্ন–পানী – অন্ন ও পানীয়। এখানে নারকেলের শাঁস ও পানিকে বোঝানো হয়েছে।

কনক ধান – সোনা রঙের ধান, পাকা ধান।

পাঠ-পরিচিতি

'খাঁটি সোনা' কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বেণু ও বীণা' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। এ কবিতায় কবি আশ্চর্য মমতায় তাঁর প্রিয় স্বদেশের প্রকৃতির রং ও রূপকে তুলে ধরেছেন।

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ। এদেশের মাটি আমাদের কাছে 'মধুর চেয়েও মধুর'। এদেশের প্রতিটি ধূলিকণা সোনার চেয়েও খাঁটি। এদেশের মাটি যেন চন্দনের সুবাসে ভরা এবং শীতল পাটির মতোই তা আমাদের ক্লান্তি দূর করে। সূর্যের এমন সোনালি আলো, ফুলের সুবাস–মাখা এমন স্নিগ্ধ বাতাস আর কোথাও নেই। এদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ সীমান্তে রয়েছে সুউচ্চ পাহাড় আর বিস্তীর্ণ সাগর। এদেশের অরণ্য প্রান্তরে অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে দিনে ও রাতে জেগে থাকে বাঘ ও নাগ। এদেশে জন্মায় নারকেলের মতো ফল, যা একই সঙ্গে অন্ন ও পানীয় দুই–ই যোগায়। এদেশের মাটিতেই চাষিরা পরম যত্নে ফলায় সোনার ধান। আমাদের প্রিয় স্বদেশের তুলনা কোথায়!

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা স্বদেশের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হবে এবং স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশকে ভালোবাসবে। তারা কবিতাটি আবৃত্তি করে আনন্দ পাবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবি সত্যেন্দ্রনাথ কোন নামে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন?

ক. বিশ্বকবি খ. বিদ্রোহী কবি

গ. ছন্দের কবি ঘ. পল্লীকবি

২. 'কনক' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি?

ক. কণিকা খ. কাঞ্চন

গ. করবী ঘ. কাঁকন

৩. 'সাগর সে তার ধোয়ায় পাটি' চরণটির অর্থ কী?

ক. বাংলাদেশ নদী বিধৌত খ. নদী সাগরে পতিত হয়

গ. বাংলাদেশ সাগর দ্বারা সমৃদ্ধ ঘ. বাংলাদেশের পাদদেশে সমুদ্র

৪. খাঁটি সোনা কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে–

i. প্রকৃতিপ্রীতি

ii. দেশের প্রতি মমতা

iii. স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও:

প্রতিটি মানুষের কাছে প্রিয় তার জন্মভূমি। কবিগণ তাঁদের নিজস্ব ভঙ্গিতে এই দেশপ্রেমের বর্ণনা দিয়েছেন। বাংলাদেশের অপরূপ প্রকৃতি–নানাভাবে কবির মনকে আলোড়িত করেছে। এদেশের ধূলিকণা, পাহাড়, অরণ্য, ফুল–ফল ইত্যাদি প্রকৃতির প্রতিটি জিনিস বৈচিত্র্যপূর্ণ। পরম মমতায় স্বদেশের এই রং রূপকে তুলে ধরেছেন যুগ–যুগান্তরের কবিগণ।

ক. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত জন্মভূমিবিষয়ক কবিতাটির নাম কী?

খ. জন্মভূমির অপরূপ প্রকৃতি কীভাবে কবির মনকে আলোড়িত করেছে–বর্ণনা দাও।

গ. তোমার পঠিত কবিতায় কীভাবে উদ্ধৃত অংশের প্রতিফলন ঘটেছে–বুঝিয়ে লেখ।

ঘ. প্রকৃতি কীভাবে কবিকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে আলোচনা কর।

আবার আসিব ফিরে

জীবনানন্দ দাশ

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে— এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল—ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হব—কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমির গন্ধভরা জলে ভেসে ভেসে;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে;
রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়; রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে।

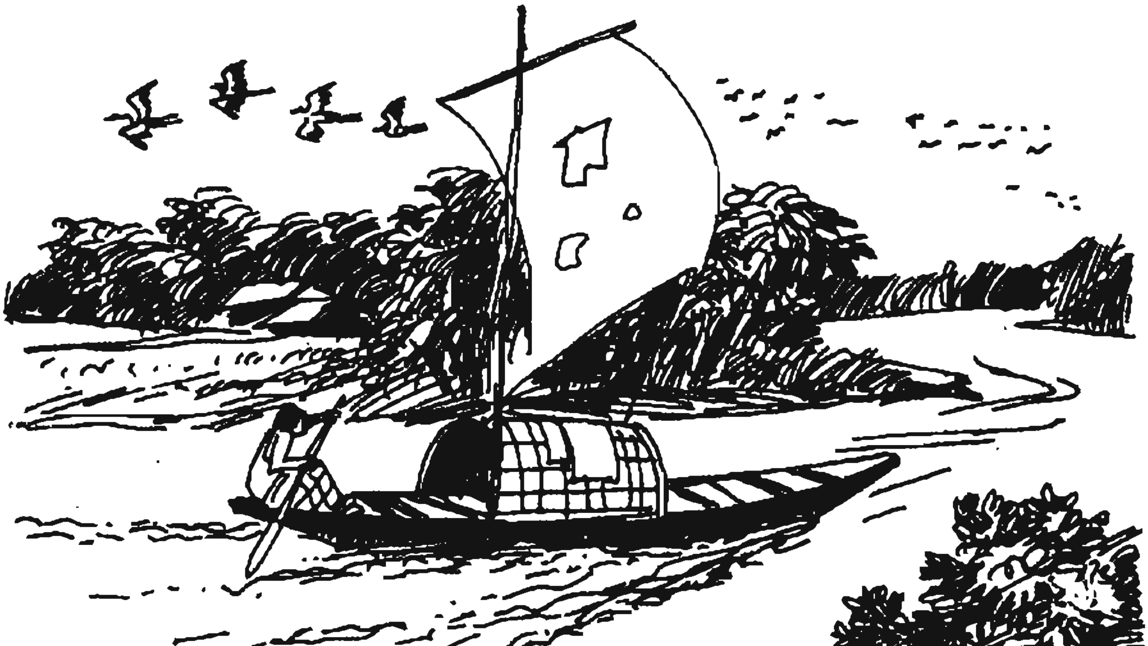

কবি-পরিচিতি

জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে তাঁর কর্মজীবনের শুরু হয় এবং তিনি বিভিন্ন সময়ে কলকাতা সিটি কলেজ, দিল্লি রামযশ কলেজ, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ, খড়গপুর কলেজ, বরিষা কলেজ ও হাওড়া কলেজে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেন। এক সময় তিনি সাংবাদিকতা পেশাও অবলম্বন করেছিলেন।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় নিজের দেশের প্রকৃতির রং ও রূপের বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে। অনেক অজানা গাছ, পশু-পাখি ও লতাপাতা তাঁর কবিতায় নতুন পরিচয়ে ধরা পড়েছে।

তাঁর রচিত গ্রন্থ: কাব্য–ঝরা পালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, রূপসী বাংলা, বেলা অবেলা কালবেলা। গল্প–জীবনানন্দ দাশের গল্প; উপন্যাস–মাল্যবান; প্রবন্ধ–কবিতার কথা ইত্যাদি।

তিনি ১৯৫৪ সালের ২২শে অক্টোবর কলকাতায় এক ট্রাম দুর্ঘটনায় নিহত হন।

শব্দার্থ

শঙ্খচিল – এক ধরনের সাদা চিল।
ঘুঙুর – নূপুর, পায়ের অলংকার।
ডাঙা – শুকনো জায়গা, স্থলভূমি।
সুদর্শন – এক ধরনের গুবরে পোকা।
লক্ষ্মীপেঁচা – সুলক্ষণযুক্ত পেঁচা।
ডিঙা – ছোট নৌকা।
নীড়ে – পাখির বাসায়।
ধবল – সাদা।

টীকা

নবান্ন–নতুন ধান কাটার পর আমাদের দেশে এ উৎসব হয়। এ উৎসবে দুধ, গুড়, নারকেলের সঙ্গে মিশিয়ে নতুন আতপ চালের ভাত খাওয়া হয়।

ধানসিঁড়ি–ঝালকাঠি জেলায় ধানসিঁড়ি নামে একটি নদী ছিল। এখন নদীটি মরে গেছে। কবি তাঁর কবিতায় এ নদীটির নাম ব্যবহার করেছেন।

রূপসা–খুলনা শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত একটি নদীর নাম। এ নামে ঝালকাঠি জেলায়ও একটি ছোট নদী আছে।

জলাঙ্গী–কবি এখানে নদীকে জলাঙ্গী (অর্থাৎ জল যার অঙ্গে) নামে অভিহিত করেছেন। নদীমাতৃক বাংলাদেশকে কবি 'জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলা' বলেছেন।

কার্তিকের নবান্নের দেশে–কবি নিজের জন্মভূমি বাংলাদেশকে 'নবান্নের দেশ' বলেছেন। 'নবান্ন' অর্থ নতুন ভাত। কার্তিক মাসে ঘরে নতুন ধান তুলে কৃষকেরা নবান্ন উৎসবে মেতে ওঠে।

পাঠ-পরিচিতি

এ কবিতাটি কবির 'রূপসী বাংলা' কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে। কবি এ কবিতায় দেখিয়েছেন যে, তিনি নিজের দেশকে খুবই ভালোবাসেন। প্রিয় জন্মভূমির অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিসগুলো তাঁর দৃষ্টিতে আশ্চর্য সুন্দর হয়ে ধরা পড়েছে। কবি মনে করতেন, যখন তাঁর মৃত্যু হবে তখন দেশের সঙ্গে তাঁর মমতার বাঁধন শেষ হবে না। তিনি বাংলার নদী, মাঠ, ফসলের খেতকে ভালোবেসে শঙ্খচিল বা শালিকের বেশে এদেশে ফিরে আসবেন। আবার কখনও বা ভোরের কাক হয়ে কুয়াশায় মিশে যাবেন। এমনও হতে পারে, তিনি হাঁস হয়ে সারাদিন কলমির গন্ধে ভরা বিলের পানিতে ভেসে বেড়াবেন। এমনকি দিনের শেষে যে সাদা বকের দল মেঘের কোল ঘেঁষে নীড়ে ফিরে আসে তাদের মাঝেও কবিকে খুঁজে পাওয়া যাবে। এভাবে তিনি বাংলাদেশের রূপময় প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাবেন।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীরা প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করবে। তাদের মনে নিজের দেশের প্রতি মমত্ববোধের জাগরণ ঘটবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ধানসিঁড়ি কিসের নাম?
   ক. নদীর খ. শহরের
   গ. ধানের ঘ. ফলের

২. 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
   ক. ধূসর পাণ্ডুলিপি খ. রূপসী বাংলা
   গ. বনলতা সেন ঘ. ঝরাপালক

৩. 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটির মূল বিষয়বস্তু কী?
   ক. দেশপ্রেম খ. প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য
   গ. বাংলার গ্রামীণ জীবনের বর্ণনা ঘ. বাংলার জীববৈচিত্র্য

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্ধৃতির অংশটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়ির তীরে–এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়–হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল–ছায়ায়;

   ক. উদ্ধৃত অংশটি কোন কবিতার অংশ?
   খ. উল্লেখিত কবিতাংশ বাংলার কোন রূপ ফুটে উঠেছে?
   গ. 'আবার আসিব ফিরে' কবিতা পাঠ করে তোমার মনেও কি একই ইচ্ছা জাগ্রত হয়? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।
   ঘ. কবি কীভাবে আবার বাংলায় ফিরে আসতে পারেন? তোমার পঠিত 'আবার আসিব ফিরে' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর?

২. পঙ্ক্তি কয়টির আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

'রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে ডিঙা যায়; রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকার আসিতেছে নীড়ে দেখিবে ধবল বক; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে।

   ক. পঙ্ক্তি কয়টি কোন কবিতার অংশ?
   খ. পঙ্ক্তি কয়টির আলোকে গ্রামীণ প্রকৃতির বর্ণনা দাও।
   গ. এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে তোমার দেখা প্রকৃতির তুলনামূলক পরিচয় দাও।
   ঘ. 'আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে'–এই উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

রূপাই

জসীমউদ্দীন

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে, লম্বা মাথার চুল,–
কালো মুখেই কালো ভ্রমর! কিসের রঙিন ফুল?
কাঁচা–ধানের পাতার মতো কচি মুখের মায়া,
তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।
জালি–লাউয়ের ডগার মতো বাহু দুখান সরু।
গা–খানি তার শাঙন মাসের যেমন তমাল তরু।
বাদলা ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজলি–মেয়ে লাজে লুকায় ভুলিয়ে আলোর খেল।
কচি ধানের তুলতে চারা হয়তো কোনো চাষি
মুখে তাহার ছড়িয়ে গেছে কতকটা তার হাসি।

কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দ'তের কালি দিয়েই কেতাব কোরান লেখি।
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময়;
চাষিদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়!
সোনায় যে–জন সোনা বানায়, কিসের গরব তার?
রং পেলে ভাই গড়তে পারি রামধনুকের হার।
সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ–
কালো–বরণ চাষির ছেলে জুড়ায় যেন বুক।

কবি-পরিচিতি

জসীমউদ্‌দীন ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কবিতায় আমরা পল্লীর মানুষ ও প্রকৃতির সহজ সুন্দর রূপটি দেখতে পাই। পল্লীর মাটি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর কবিহৃদয় যেন এক হয়ে মিশে আছে। এ কারণেই তাঁকে 'পল্লীকবি' বলা হয়। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। পরে তিনি সরকারি তথ্য ও প্রচার বিভাগে উচ্চপদে যোগদান করেন। ছাত্রজীবনেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন তাঁর লেখা 'কবর' কবিতাটি বিশেষ প্রশংসিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নাম : *নকশী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট, রাখালী, বালুচর, মাটির কান্না, হাসু, এক পয়সার বাঁশী* ইত্যাদি। তাঁর 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থটি বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। 'চলে মুসাফির' তাঁর রচিত ভ্রমণকাহিনী।

১৯৭৬ সালের ১৪ই মার্চ কবি ঢাকায় পরলোকগমন করেন।

শব্দার্থ

ভ্রমর – ভোমরা।
নবীন তৃণ – নতুন ঘাস, কচি ঘাস।
জালি-লাউ – খুব কচি লাউ।
শাঙন মাস – শ্রাবণ মাস।
দ'তের – দোয়াতের।
কেতাব – বই, পুস্তক।
তরু – বৃক্ষ, গাছ-গাছালি।
ধরা – ধরনী, পৃথিবী।
ভুবনময় – পৃথিবী জুড়ে।
বিজলি মেয়ে – এখানে বিদ্যুৎকে বিজলি মেয়ে বলা হয়েছে।
আলোর খেল – আলোর খেলা, বিদ্যুতের ঝিলিক।

টীকা

নবীন তৃণের ছায়া– কচি ঘাসের হালকা সবুজ রং আমাদের আকর্ষণ করে। মনে হয়, সবুজ ঘাস এক মায়াময় ছায়া বিস্তার করে আছে। এ ছায়া আমাদের মনে কোমল অনুভূতির সৃষ্টি করে।

বাদলা ধোয়া মেঘ– যে মেঘে বৃষ্টি হয়ে গেছে। চাষির ছেলে রূপাই-কালো তার গায়ের রং। বৃষ্টি যেন নরম মসৃণ দেহখানা পরম যত্নে ধুয়ে দিয়ে গেছে।

পাঠ-পরিচিতি

'রূপাই' কবিতাটি জসীমউদ্‌দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত। এ কবিতায় প্রকৃতির পটে চাষির ছেলে রূপাই-এর সহজ সুন্দর রূপটি তুলে ধরা হয়েছে।

চাষির ছেলে রূপাই। কালো তার গায়ের রং, কিন্তু সে কালো আমাদের দৃষ্টিতে মায়ার পরশ বুলিয়ে দেয়। সে যেন পল্লী-প্রকৃতির সহজ সরল রূপকে ধরে রেখেছে তার সর্বাঙ্গে। সে রূপ সহজেই সকলের হৃদয় জয় করে। তাকে দেখে এক সহজ আনন্দে মন ভরে যায়। চাষির ছেলে কালো রূপাইয়ের তুলনা নেই।

পাঠের উদ্দেশ্য

তরুণ চাষির সৌন্দর্য যে গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশেরই অঙ্গ, এ অনুভূতি শিক্ষার্থীদের মনে জাগবে, কিশোরমনে কল্পনা ও সৃজনীশক্তির বিকাশ ঘটবে। শহুরে তরুণদের তুলনায় গ্রামের তরুণ যে তুচ্ছ নয়, বরং স্বাভাবিক সৌন্দর্যের অধিকারী– এই ধারণাটি শিক্ষার্থীদের নতুন চিন্তার সুযোগ দেবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘রূপাই’ কবিতাটি পল্লীকবি জসিমউদ্‌দীন–এর কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে লওয়া হয়েছে?
ক. নকশী কাঁথার মাঠ খ. সোজন বাদিয়ার ঘাট
গ. বালুচর ঘ. রাখালী

২. ‘রূপাই’ কবিতায় কিসের রূপ বর্ণনা করা হয়েছে?
ক. পল্লীপ্রকৃতির খ. বর্ষাকালের
গ. কালো চোখের ঘ. মূল চরিত্রের

৩. ‘বিজলি মেয়ে’ বলতে বোঝানো হয়েছে–
ক. বিদ্যুৎকে খ. কোনো এক মেয়েকে
গ. কবিতার মূল চরিত্রকে ঘ. রূপাই–এর প্রেমিকাকে

নিচের অংশটুকু পড় এবং ৩ থেকে ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে, লম্বা মাথার চুল,
কালো মুখেই কালো ভ্রমর! কিসের রঙিন ফুল?
কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি মুখের মায়া,
তার সাথেকে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।

৩. উদ্ধৃতাংশের পরের পঙ্‌ক্তি কোনটি–
ক. জালি–লাউয়ের ডগার মত বাহু দুখান সরু।
খ. বাদলা ধোয়া মেখে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল।
গ. কচি ধানের তুলতে চারা হয়তো কোনো চাষি।
ঘ. কালো বরণ চাষির ছেলে জুড়ায় যেন বুক।

৪. নিচের উপাত্তগুচ্ছের কোনটি রূপাই–এর রূপ–বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. কাঁচা ধানের পাতা, লাউয়ের ডগা, কুমড়ার ফালি
খ. কালো ভ্রমর, কাঁচা ধানের পাতা, কদম ফুল
গ. তমাল তরু, বাদল ধোয়া মেঘ, লাউয়ের ডগা
ঘ. বিজলি–মেয়ে, তমাল তরু, কুমড়ার ফালি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। উদ্ধৃতিটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

রূপাই কবিতায় তরুণ চাষির সৌন্দর্যকে গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে একীভূত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। রূপাই-এর গায়ের রং কালো, কিন্তু সে কালোতে রয়েছে মায়ার দৃষ্টি। পল্লীপ্রকৃতির স্বাভাবিক রূপ কচি লাউয়ের ডগা সবুজ, ধানের পাতা, তমাল গাছ তার সর্বাঙ্গে বিরাজমান। সে রূপ সকলকে মুগ্ধ করে। কবির দৃষ্টিতে চাষিদের ঐ কালো ছেলে সব করেছে জয়।

ক. রূপাই কবিতায় কবি কোন ধরনের ছেলের বর্ণনা দিয়েছেন?

খ. উদ্ধৃতাংশের আলোকে রূপাই-এর দৈহিক গঠনের বর্ণনা দাও।

গ. উদ্ধৃতাংশে উল্লিখিত উপমাদি রূপাই-এর রূপ-বর্ণনায় কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘চাষিদের ঐ কালো ছেলে সব করেছে জয়’, তোমার পঠিত কবিতার আলোকে পঙ্‌ক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

স্মৃতিস্তম্ভ

আলাউদ্দিন আল আজাদ

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কী বন্ধু, আমরা এখনও
চার কোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো! যে ভিত কখনো কোনো রাজন্য
পারে নি ভাঙতে
হীরার মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার
খুরের ঝটিকা ধুলায় চূর্ণ যে পদপ্রান্তে
যারা বুনি ধান
গুণ টানি, আর তুলি হাতিয়ার হাপর চালাই
সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য।
ইটের মিনার
ভেঙেছে ভাঙুক! ভয় কী বন্ধু, দেখ একবার আমরা জাগরী
চার কোটি পরিবার।

এ–কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,
শিয়রে যাহার ওঠে না কান্না, ঝরে না অশ্রু?
হিমালয় থেকে সাগর অবধি সহসা বরং
সকল বেদনা হয়ে ওঠে এক পতাকার রং
এ–কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,
বিরহে যেখানে নেই হাহাকার? কেবল সেতার
হয় প্রপাতের মহনীয় ধারা, অনেক কথার
পদাতিক ঋতু কলমেরে দেয় কবিতার কাল?

ইটের মিনার ভেঙেছে, ভাঙুক। একটি মিনার গড়েছি আমরা
চার কোটি কারিগর
বেহালার সুরে, রাঙা হৃদয়ের বর্ণলেখায়।
পলাশের আর
রামধনুকের গভীর চোখের তারায় তারায়
দ্বীপ হয়ে ভাসে যাদের জীবন, যুগে যুগে সেই
শহীদের নাম
এঁকেছি প্রেমের ফেনিল শিলায়, তোমাদের নামে।
তাই আমাদের
হাজার মুঠির বজ্র শিখরে সূর্যের মতো জ্বলে শুধু এক
শপথের ভাস্কর।

কবি-পরিচিতি

কবি, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক আলাউদ্দিন আল আজাদ ১৯৩২ সালে নরসিংদী জেলার রায়নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম লেখা গল্প ও প্রবন্ধ 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখন তিনি সবেমাত্র স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র। তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্পগ্রন্থ 'জেগে আছি' ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়, তখন তিনি ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের ছাত্র। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. ডিগ্রি ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি দীর্ঘদিন সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করেছেন ও চাকরিকালে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি ১৯৬৪ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও 'কর্ণফুলী' উপন্যাসের জন্য ১৯৬৫ সালে ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : ছোটগল্প – 'জেগে আছি', 'ধানকন্যা', 'মৃগনাভি' ও 'অন্ধকার সিঁড়ি'। উপন্যাস–'কর্ণফুলী', 'ক্ষুধা ও আশা'। কাব্যগন্থ– 'মানচিত্র', 'ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ', 'লেলিহান পাণ্ডুলিপি' ইত্যাদি। তিনি নাটক রচনা করেছেন, গবেষণামূলক প্রবন্ধও লিখেছেন। শিশু–কিশোরদের জন্য তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হল 'জলহস্তী', 'রসগোল্লা জিন্দাবাদ' ইত্যাদি। তিনি ৭৭ বছর বয়সে ৩রা জুলাই, ২০০৯ তারিখে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

শব্দার্থ ও টীকা

স্মৃতির মিনার– ১৯৫২–র ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতিরক্ষার্থে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজের উত্তর–পশ্চিম কোণে। কয়েকটি ইট দিয়ে দ্রুততার মধ্যে এই শহীদ মিনারের ভিত্তি রচিত হয়। কবি এই শহীদ মিনারকে বলেছেন স্মৃতিস্তম্ভ।

চার কোটি পরিবার – 'স্মৃতিস্তম্ভ' কবিতাটি যখন রচিত হয় সে সময়ে পূর্ববাংলার জনসংখ্যা ছিল চার কোটি। কবি তাই বলেছেন চার কোটি পরিবার অর্থাৎ দেশের আপামর জনগণ।

ভিত – ভিত্তি, ভিত্তিপ্রস্তর।

রাজন্য – রাজরাজড়া, রাজবংশের লোক। এখানে অত্যাচারী পাকিস্তানি শাসকদের কথা বলা হয়েছে।

চূর্ণ যে পদপ্রান্তে – বাংলার সাহসী তরুণ ছাত্রজনতা ১৯৫২–র ২১শে ফেব্রুয়ারি শাসকদের সমস্ত ভয়ভীতি ও রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানি শাসকদের শক্তি অহংকার গুঁড়ো করে দিয়েছিল। রাজার ক্ষমতাধর হীরার মুকুট, শাসনের নীল পরোয়ানা, তলোয়ারের আস্ফালন সেদিন নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে।

যারা বুনি ধান – এদেশের সাধারণ কৃষক।

গুণ টানি– যারা শক্ত পেশির হাতে নৌকার দড়ি টেনে সামনে এগিয়ে যায় স্রোতের বিপরীতে।

হাপর চালায় – কঠোর পরিশ্রমী মানুষ, যারা কঠিন লোহাকে গলাতে আগুনের হাপর চালায়, কামার।

সরল নায়ক – এদেশের আন্দোলনরত সাধারণ মানুষ। তারা সহজ সরল জীবনযাপন করে। অথচ তারাই আন্দোলনের মূল শক্তি বা নায়ক।

অনন্য – অসাধারণ, অদ্বিতীয়, তুলনাবিহীন।

জাগরী – জাগ্রত জনতা, জাগরণকারী মানুষ, সচেতন মানুষ।

ঝরে না অশ্রু – সাহসী বীরের চোখে জল আসে না, ১৯৫২–র ভাষা আন্দোলনে যাঁরা প্রাণদান করে শহীদ হয়েছেন তাঁদের স্মরণে এদেশের মানুষ আরও শক্তিধর হয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য একতাবদ্ধ হয়েছে। তারা কান্নায় ভেঙে পড়েনি, তাদের চোখ জলে ভরে ওঠেনি।

সকল বেদনা হয়ে ওঠে এক পতাকার রং – শহীদদের রক্তদানে এদেশের মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে এক পতাকা–তলে এসে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

বিরহে যেখানে নেই হাহাকার – যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের হারিয়ে বিচ্ছেদ–বেদনায় কেউ হাহাকার করে ওঠেনি। বরং নতুন শক্তিতে বলীয়ান হয়েছে চার কোটি পরিবার।

মহনীয় – মহৎ, স্মরণীয় কীর্তি।

সেতার হয় প্রপাতের মহনীয় ধারা – শহীদদের মৃত্যুতে শোকের যে কান্না তা পরিণত হয়েছে জলপ্রপাতের পবিত্র ঝরণাধারার মতো, যেন সেতারের স্নিগ্ধ সুরের মতো। আসলে ১৯৫২–র ভাষা আন্দোলন বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মনে এনে দিয়েছিল নতুন এক শক্তি ও সংস্কৃতি বিকাশের প্রেরণা। তাই এ আন্দোলন বাঙালিদের এক অসাধারণ কীর্তি। এ কীর্তির পথ ধরেই পরে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি, স্বাধীনতা অর্জন করেছি।

হিমালয় থেকে সাগর অবধি – হিমালয় পর্বত থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত, আসমুদ্র–হিমাচল। অর্থাৎ সমগ্র দেশ জুড়ে, উত্তর থেকে দক্ষিণে।

পদাতিক ঋতু – যে ঋতু সামনে এগিয়ে চলার পথ দেখায়। বাংলার ছয় ঋতু নানা বৈচিত্র্যে ভরা। কবির কবিতা রচনার এ ঋতু দেয় নানা কল্পনার সম্ভার আর প্রেরণা, যোগায় শক্তি।

বেহালার সুরে, রাঙা হৃদয়ের বর্ণলেখায় – ভাষা আন্দোলনের শহীদদের নাম চিরজাগরূক থাকবে বাঙালির রক্তিম হৃদয়ে, বেহালার করুণ সুরে চিরকাল মনের ভেতর সুরের অনুরণন জাগাবে তারা।

পলাশের তারায় তারায় দ্বীপ হয়ে ভাসে যাদের জীবন – লাল পলাশের মতো স্মৃতিময় শহীদদের নাম মনে থাকবে অম্লান হয়ে।

ফেনিল শিলায় – সমুদ্রের ফেনিল জলে ধোয়া শিলার মতো।

বজ্রশিখরে – কঠিন মুষ্টিবন্ধ হাতের অগ্রভাগে।

শপথের ভাস্কর – সূর্যের তীব্র আলোর মতো দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

পাঠ-পরিচিতি

১৯৫২–র ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত হয়েছে এ কবিতা। ’৫২–র ২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের নির্মম গুলির আঘাতে সেদিন ঢাকার রাজপথ হয় রক্তরঞ্জিত। শহীদ হন সালাম, জব্বার, রফিক, বরকত, শফিকসহ আরও কয়েকজন। তাঁদের স্মৃতি রক্ষার্থে ঢাকা মেডিকেল কলেজের উত্তর–পশ্চিম কোণে দ্রুততার সঙ্গে নির্মিত হয় শহীদ মিনার। কয়েকটি ইট এনে আবেগপ্রবণ বাঙালিরা মাতৃভাষার জন্য যাঁরা জীবনদান করেছেন তাঁদের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার প্রয়াস নেন। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা এটা সহ্য করতে পারেনি। রাতের অন্ধকারে বাঙালির আবেগমাখা এ স্মৃতিস্তম্ভকে তারা প্রবল ক্রোধে গুঁড়িয়ে দেয়। কবি তাই বলেন– এ মিনার ভেঙে কোনো লাভ নেই। কারণ, চার কোটি বাঙালির ঘরে ঘরে তাদের হৃদয়ে তৈরি হয়েছে যে মিনার তা ভাঙবার শক্তি কোনো রাজরাজড়ার নেই, কোনো শাসকের নেই। কারণ, শহীদেরা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন এদেশের প্রত্যেক বাংলাভাষী মানুষের হৃদয়মিনারে। তাদের নাম গর্জে ওঠে সমুদ্রের কলতানে, সেতার আর বেহালার সুরে, ঋতুচক্রের নানা বৈচিত্র্যে, ফুলের শোভা আর পাখির গানে। তারা অমর। তাই তাদের ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙেছে যারা তারা মুছে দিতে পারেনি ভাষা–শহীদদের চিরস্মরণীয় নাম।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘স্মৃতিস্তম্ভ’ কবিতায় কবি কোন শহীদদের স্মৃতি উল্লেখ করেছেন?

ক. বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের   খ. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের
গ. বাষট্টির স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের   ঘ. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের

২. ‘সরল নায়ক’ কারা?

ক. ভাষা–শহীদেরা   খ. মুক্তিযোদ্ধারা
গ. আন্দোলনরত সাধারণ মানুষেরা   ঘ. রাজনৈতিক নেতারা

৩. নিচের কবিতা অংশটি পড় এবং ৩ নম্বর থেকে ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

যারা বুনি ধান
গুণ টানি, আর তুলি হাতিয়ার হাপর চালাই
সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য।

৪. যারা বুনি ধান/গুণ টানি আর তুলি হাতিয়ার হাপর চালাই–এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে–

i. চাষি, কামার, মিস্ত্রি, মাঝির কথা
ii. সাধারণ মানুষের কথা
iii. পেশাজীবী মানুষের কথা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii
গ. iii   ঘ. i, ii ও iii

উদ্ধৃতিটির আলোকে ৪ ও ৫ নম্বর উত্তর দাও:
'একটি মিনার গড়েছি আমরা/চার কোটি কারিগর'

৫. 'একটি মিনার' বলতে বোঝানো হয়েছে–
ক. স্মৃতিসৌধ
খ. জাতীয় পতাকা
গ. বাংলাদেশ
ঘ. শহীদ মিনার

৬. 'চার কোটি কারিগর' বলতে বোঝানো হয়েছে–
ক. দেশের অসংখ্য নির্মাণ–শ্রমিককে
খ. দেশের সকল খেটে–খাওয়া মানুষকে
গ. ভাষা–আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সকল বাঙালিকে
ঘ. বাংলাদেশী ও বিহারিসহ সকল বাংলাদেশীকে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্ধৃতিটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

বিশ্বের সকল মানুষের মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ইউনেস্কো প্রতিবছর 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি এদেশের মানুষ অনেক রক্ত দেয়। তারই স্মরণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারিতে উদ্‌যাপিত হবে বলে ইউনেস্কো সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করে। এতে ভাষার জন্য ভাষা–শহীদদের আত্মদান বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করে।

ভাষা–শহীদদের স্মৃতি চিরঅম্লান থাকবে বলে কবি প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এভাবে–

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কী বন্ধু, আমরা এখনও

চার কোটি পরিবার খাড়া রয়েছি তো!

ক. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের আত্মদান বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে কেন অক্ষয় হয়ে থাকবে?
খ. ভাষা–শহীদদের স্মৃতি চিরঅম্লান থাকবে বলে কবি যে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন–'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের' স্বীকৃতি সে রকম একটি– পাওয়া আলোচনা কর।
গ. 'আমরা এখনও/চার কোটি পরিবার/ খাড়া' রয়েছি তো!–এ অংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের কবিতাংশটি পড় এবং এর আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

এ–কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,

শিয়রে যাহার ওঠে না কান্না, ঝরে না অশ্রু?

হিমালয় থেকে সাগর অবধি সহসা বরং সকল বেদনা হয়ে ওঠে এক পতাকার রং এ কোন মৃত্যু?

কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন, বিরহে যেখানে নেই হাহাকার?

ক. 'কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন'–এখানে কোন মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে?
খ. 'হিমালয় থেকে সাগর' বলতে কী বোঝানো হয়েছে–ব্যাখ্যা কর।
গ. 'শহীদদের মৃত্যুতে এদেশবাসী কাঁদেনি বরং হয়েছে একতাবদ্ধ'–উদ্ধৃত কবিতা অংশে এ উক্তিটি কতটুকু যথার্থ? আলোচনা কর।
ঘ. 'হিমালয় থেকে সাগর অবধি সহসা বরং/সকল বেদনা হয়ে ওঠে এক পতাকার রং– অংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

পাঠান–বাদশা লোদি
পানিপথে হত। দখল করিয়া দিল্লির শাহি গদি,
দেখিল বাবুর এ–জয় তাঁহার ফাঁকি,
ভারত যাদের তাদেরি জিনিতে এখনো রয়েছে বাকি।
গর্জিয়া উঠিল সংগ্রাম সিং, 'জিনেছ মুসলমান,
জয়ী বলিব না এ দেহে রহিতে প্রাণ।
লয়ে লুণ্ঠিত ধন
দেশে ফিরে যাও, নতুবা মুঘল, রাজপুতে দাও রণ।'
খানুয়ার প্রান্তরে
সেই সিংহেরো পতন হইল বীর বাবুরের করে।
এ বিজয় তার স্বপ্ন–অতীত, যেন বা দৈব বলে
সারা উত্তর ভারত আসিল বিজয়ীর করতলে।
কবরে শায়িত কৃতঘ্ন দৌলত,
বাবুরের আর নাই কোনো প্রতিরোধ।
দস্যুর মতো তুষ্ট না হয়ে লুণ্ঠিত সম্পদে,
জাঁকিয়া বসেছে মুঘল সিংহ দিল্লির মসনদে।
মাটির দখলই খাঁটি জয় নয় বুঝেছে বিজয়ী বীর,
বিজিতের হৃদি দখল করিবে এখন করেছে স্থির।
প্রজারঞ্জনে বাবুর দিয়াছে মন,
হিন্দুর–হৃদি জিনিবার লাগি করিতেছে সুশাসন,
ধরিয়া ছদ্মবেশ
ঘুরি পথে পথে খুঁজিয়ে প্রজার কোথায় দুঃখ ক্লেশ।
চিতোরের এক তরুণ যোদ্ধা রণবীর চৌহান

করিতেছে আজি বাবুরের সন্ধান,
কুর্তার তলে কৃপাণ লুকায়ে ঘুরিছে সে পথে পথে,
দেখা যদি তার পায় আজি কোনো মতে
লইবে তাহার প্রাণ,
শোণিতে তাহার ক্ষালিত করিবে চিতোরের অপমান।
দাঁড়ায়ে যুবক দিল্লির পথ–পাশে
লক্ষ করিছে জনতার মাঝে কেবা যায় কেবা আসে।
হেন কালে এক মত্ত হস্তী ছুটিল পথের' পরে
পথ ছাড়ি সবে পলাইয়া গেল ডরে।
সকলেই গেল সরি
কেবল একটি শিশু রাজপথে রহিল ধুলায় পড়ি।
হাতির পায়ের চাপে
'গেল গেল' বলি হায় হায় করি পথিকেরা ভয়ে কাঁপে।
'কুড়াইয়া আন ওরে'
সকলেই বলে অথচ কেহ না আগায় সাহস করে।
সহসা একটি বিদেশি পুরুষ ভিড় ঠেলে যায় ছুটে,
'কর কী কর কী' বলিয়া জনতা চিৎকার করি উঠে।
করি–শুণ্ডের ঘর্ষণ দেহে সহি
পথের শিশুরে কুড়ায়ে বক্ষে বহি
ফিরিয়া আসিল বীর।
চারি পাশে তার জমিল লোকের ভিড়।
বলিয়া উঠিল এক জন 'আরে এ যে মেথরের ছেলে,
ইহার জন্য বে–আকুফ তুমি তাজা প্রাণ দিতে গেলে?
খুদার দয়ায় পেয়েছ নিজের জান,
ফেলে দিয়ে ওরে এখন করগে স্নান।'
শিশুর জননী ছেলে ফিরে পেয়ে বুকে
বক্ষে চাপিয়া চুমা দেয় তার মুখে।

বিদেশি পুরুষে রাজপুত বীর চিনিল নিকটে এসে,
এ যে বাহশাহ স্বয়ং বাবুর পর্যটকের বেশে।
ভাবিতে লাগিল, 'হরিতে ইহারই প্রাণ
পথে পথে আমি করিতেছি সন্ধান?'
বাবুরের পায়ে পড়ি সে তখন লুটে
কহিল সঁপিয়া গুপ্ত কৃপাণ বাবুরের করপুটে,–
'জাঁহাপনা, এই ছুরিখানা দিয়ে আপনার প্রাণবধ
করিতে আসিয়া একি দেখিলাম! ভারতের রাজপদ
সাজে আপনারে, অন্য কারেও নয়।
বীরভোগ্যা এ বসুধা এ কথা সবাই কয়,
ভারত–ভূমির যোগ্য পালক যেবা,
তাহারে ছাড়িয়া, এ ভূমি অন্য কাহারে করিবে সেবা?
কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অন্ধ মোহের ঘোর,

সঁপিনু জীবন, করুন এখন দণ্ডবিধান মোর।’
রাজপথ হতে উঠায়ে যুবকটিরে
কহিল বাবুর ধীরে,
‘বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেওয়ার চেয়ে;
জান না কি ভাই? ধন্য হলাম আজিকে তোমারে পেয়ে
আজি হতে মোর শরীর রক্ষী হও;
প্রাণ–রক্ষকই হইলে আমার, প্রাণের ঘাতক নও।’

কবি-পরিচিতি

কালিদাস রায় পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কড়াই গ্রামে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকতাকে তিনি আদর্শ পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্যসাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি বিচিত্র বিষয়ের ওপর কবিতা লিখেছেন। তিনি বেশ কিছুসংখ্যক কাহিনী–কবিতা রচনা করেন। তিনি তাঁর কবিতায় আরবি–ফারসি শব্দের সার্থক প্রয়োগ করেছেন। কবি হিসেবে স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ‘কবিশেখর’ উপাধিতে ভূষিত হন। কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট. উপাধি প্রদান করে। কালিদাস রায়ের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নাম : কিশলয়, পর্ণপুট, বল্লরী, ঋতুমঙ্গল, ক্ষুদকুঁড়া, রসকদম্ব, বৈকালী, পূর্ণাহুতি ইত্যাদি। তিনি ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

শব্দার্থ

হত – নিহত।
শাহি গদি – বাদশাহ্গণ যে আসনে বসে শাসনকার্য পরিচালনা করেন; সিংহাসন।
জিনিতে – জয় করতে।
রণ – যুদ্ধ।
প্রান্তর – বিস্তৃত মাঠ, ময়দান।
স্বপ্ন–অতীত – স্বপ্নের অতীত, যা স্বপ্নেও দেখা যায় না, অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয়।
করতল – হাতের তালু।
প্রতিরোধ – বাধা।
তুষ্ট – তৃপ্ত, আনন্দিত, খুশি।
মসনদ – সিংহাসন, রাজাসন।
করি–শুণ্ড – হাতির শুঁড়।
বে–আকুফ – নির্বোধ।
পর্যটক – ভ্রমণকারী।
গুপ্ত কৃপাণ – লুকানো তলোয়ার।
বসুধা – পৃথিবী।
ঘাতক – হত্যাকারী।
দণ্ডবিধান – শাস্তি প্রদান।

টীকা

বাবুর– ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট। তাঁর আসল নাম জহিরুদ্দিন মুহম্মদ। তবে তিনি ‘বাবুর’ বা ‘সিংহ’ নামেই সমধিক পরিচিতি। তিনি মাত্র ১১ বছর বয়সে মধ্য–এশিয়ার সমরখন্দের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অল্প বয়সেই দুবার সিংহাসন হারান। তারপর তিনি নিজ দেশ ছেড়ে আফগানিস্তানের সিংহাসন অধিকার করেন এবং পরে ভারতের ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে দিল্লি অধিকার করেন। মেবারের রাজা সংগ্রাম সিংহকে তিনি পরাজিত করেন। এভাবে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

পাঠান বাদশা লোদি– ভারতের লোদি বংশীয় শেষ পাঠান–সম্রাট সুলতান ইব্রাহিম লোদি।

পানিপথ– দিল্লীর উত্তর–পশ্চিমে অবস্থিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র। এখানে তিনটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

সংগ্রাম সিংহ– রাজপুতানার অন্তর্গত মেবার রাজ্যের অধিপতি রাজা সংগ্রাম সিংহ। তিনি খানুয়ার প্রান্তরে বাবুরের কাছে পরাজিত হন।

খানুয়ার প্রান্তর – আগ্রার পশ্চিমে অবস্থিত যুদ্ধক্ষেত্র।

কৃতঘ্ন দৌলত– বাবুরের ভারত আক্রমণকালে দৌলত খাঁ লোদি পাঞ্জাবের শাসক ছিলেন। তিনি নিজের দুশমন ইব্রাহিম লোদির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বাবুরকে ভারত আক্রমণের জন্য আহ্বান করেন। পরে তিনি বাবুরের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

চিতোর – রাজপুতনার মেবার রাজ্যের রাজধানী।

রণবীর চৌহান– রাজপুত জাতির একটি প্রাচীন শাখার নাম চৌহান। যে স্বদেশপ্রেমিক রাজপুত যুবক বাবুরকে হত্যা করতে চেয়েছিল তাকে বলা হয়েছে 'রণবীর চৌহান'।

পাঠ-পরিচিতি

'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতাটি কালিদাস রায়ের 'পর্ণপুট' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। এ কবিতায় মুঘলসম্রাট বাবুরের মহানুভবতা বর্ণিত হয়েছে। এতে তাঁর মহৎ আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধকে তুলে ধরা হয়েছে। ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবুর। রাজ্য বিজয়ের পর তিনি প্রজাসাধারণের হৃদয়জয়ে মনোযোগী হলেন। রাজপুতগণ তাঁকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। রাজপুত–বীর তরুণ রণবীর চৌহান বাবুরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে দিল্লির রাজপথে ঘুরছিল। এমন সময় বাবুর নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে মত্ত হাতির কবল থেকে রাজপথে পড়ে–থাকা একটি মেথর–শিশুকে উদ্ধার করেন। রাজপুত যুবক বাবুরের মহত্ত্বে বিস্মিত হয়। সে বাবুরের পায়ে পড়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করে। মহৎপ্রাণ বাবুর তাকে ক্ষমা করেন এবং তাকে নিজের দেহরক্ষী নিয়োগ করেন।

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পাঠ করার মাধ্যমে সম্রাট বাবুরের মহানুভবতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবহিত হবে। তারা মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতাটি কালিদাস রায়ের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
   ক. কিশলয় খ. পর্ণপুট
   গ. ঋতুমঙ্গল ঘ. বৈকালী

২. 'জয়ী বলিব না এদেহে রহিতে প্রাণ।' কে এই প্রতিজ্ঞা করেছিল?
   ক. চৌহান খ. সংগ্রাম সিং
   গ. দৌলত খাঁ ঘ. ইব্রাহিম লোদি

৩. 'বীরভোগ্য এ বসুধা'–একথার অর্থ কী?
   ক. বীরপুরুষেরাই এ পৃথিবীতে মর্যাদা পেয়ে থাকেন
   খ. বীরপুরুষগণই পৃথিবীতে কীর্তি স্থাপন করে থাকেন
   গ. বীরগণ পৃথিবীকে বেশি ভোগ করেন
   ঘ. এ পৃথিবীতে বীরের অধিকারই স্বীকৃত

৪. 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় ফুটে উঠেছে বাবুরের–
   i. ক্ষমাশীলতা
   ii. বীরত্ব
   iii. মহানুভবতা

নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i খ. i ও ii
   গ. iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের চরণ দুটো পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অন্ধ মোহের ঘোর,
সঁপিনু জীবন, করুন এখন দণ্ডবিধান মোর।

৫. 'কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অন্ধ মোহের ঘোর'–কার প্রতিহিংসার ঘোর কেটেছে?
ক. চৌহানের খ. সংগ্রাম সিং–এর
গ. দৌলত খাঁ–এর ঘ. ইব্রাহিম লোদির

৬. 'করুন এখন দণ্ডবিধান মোর'–কিসের দণ্ডবিধানের কথা এখানে বলা হয়েছে?
i. প্রতিহিংসার
ii. অন্ধ মোহের
iii. অপরাধের

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
মাটির দখলই খাঁটি জয় নয় বুঝেছে বিজয়ী বীর,
বিজিতের হৃদি দখল করিবে এখন করেছে স্থির।
প্রজারঞ্জনে বাবুর দিয়াছে মন,
হিন্দুর–হৃদি জিনিবার লাগি করিতেছে সুশাসন,
ধরিয়া ছদ্মবেশ
ঘুরি পথে পথে খুঁজিয়ে প্রজার কোথায় দুঃখ ক্লেশ।

ক. সম্রাট বাবুর কোন দেশ জয় করেছিলেন?
খ. মাটির দখলই খাঁটি জয় নয় কেন? বুঝিয়ে লেখ।
গ. সম্রাট বাবুরের 'সুশাসক গুণাবলি' উপরের কবিতাংশের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'ধরিয়া ছদ্মবেশ/ঘুরি পথে পথে খুঁজিয়ে প্রজার 'কোথায় দুঃখ ক্লেশ',–উদ্দীপকের এ অংশটি অবলম্বনে 'বাবুর'– চরিত্র বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন কর।

২. কবিতাংশটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
'কুড়াইয়া আন ওরে'
সকলেই বলে অথচ কেহ না আগায় সাহস করে।
সহসা একটি বিদেশি পুরুষ ভিড় ঠেলে যায় ছুটে,
'কর কী কর কী' বলিয়া জনতা চিৎকার করি উঠে।
করি–শুণ্ডের ঘর্ষণ দেহে সহি
পথের শিশুরে কুড়ায়ে বক্ষে বহি
ফিরিয়া আসিল বীর।

ক. 'কুড়াইয়া আন ওরে'–এখানে কাকে কুড়িয়ে আনার কথা বলা হয়েছে?
খ. 'কর কী কর কী' বলে জনতা চিৎকার করে ওঠে কেন?
গ. সম্রাট বাবুর ছিলেন মানসিক মূল্যবোধসম্পন্ন ও আদর্শবান ব্যক্তিত্ব' উদ্ধৃত কবিতাংশ অবলম্বনে একথাটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. বাবুরের চরিত্র বিশ্লেষণে 'পথের শিশুরে কুড়ায়ে বক্ষে বহি/ফিরিয়া আসিল বীর',–এ চরণ দুটি মূল্যায়ন কর।

তরু

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

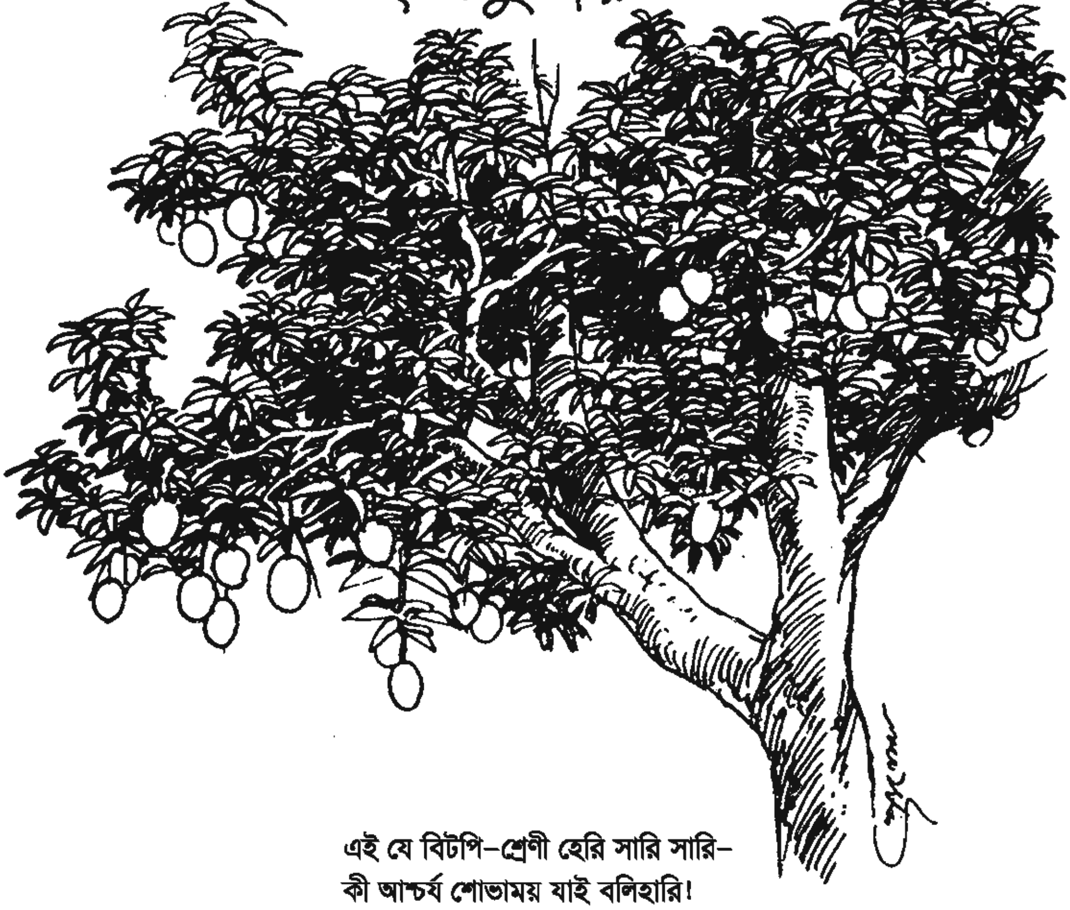

এই যে বিটপি-শ্রেণী হেরি সারি সারি-
কী আশ্চর্য শোভাময় যাই বলিহারি!
কেহ বা সরল সাধু-হৃদয় যেমন,
ফল-ভারে নত কেহ গুণীর মতোন।
এদের স্বভাব ভালো মানবের চেয়ে,
ইচ্ছা যার দেখ দেখ জ্ঞানচক্ষে চেয়ে।
যখন মানবকুল ধনবান হয়,
তখন তাদের শির সমুন্নত রয়।
কিন্তু ফলশালী হলে এই তরুগণ,
অহংকারে উচ্চশির না করে কখন।
ফলশূন্য হলে সদা থাকে সমুন্নত,
নীচ প্রায় কার ঠাঁই নহে অবনত।

কবি-পরিচিতি

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার জন্মগ্রহণ করেছিলেন খুলনার সেনহাটিতে ১৮৩৪ সালে। সংসারের আর্থিক অনটনে পড়ে তিনি উচ্চ-শিক্ষা লাভ করতে পারেননি। জীবনের অনেক বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে তিনি সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি ঢাকায় একটি বাংলা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত হন এবং শিক্ষকতার চাকরি ত্যাগ করে ঢাকা থেকে প্রকাশিত ‘কবিতা কুসুমাবলী’, ‘মনোরঞ্জিকা’, ‘ঢাকা প্রকাশ’ প্রভৃতি পত্রিকা

সম্পাদনা করেন। পরে আবার তিনি শিক্ষকতার কাজে ফিরে যান এবং যশোর জেলা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যের নাম– 'সদ্ভাব শতক'। কাব্যটি ফারসি কবি হাফেজের ধর্ম ও নীতিভাবজ্ঞাপক কবিতা অবলম্বনে রচিত। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের নাম : 'মোহনভোগ', 'কৈবল্যতত্ত্ব'।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ১৯০৭ সালের ১৩ই জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

শব্দার্থ ও টীকা

তরু	–	গাছ।	**ধনবান**	–	ধনী।
বিটপি-শ্রেণী	–	গাছের সারি।	**শির**	–	মাথা।
শোভাময়	–	সুন্দর ।	**সমুন্নত**	–	উঁচু।
বলিহারি	–	চমৎকার।	**ফলশালী**	–	ফলবান।
সাধু–হৃদয়	–	ভালো মানুষের মন।	**অহংকার**	–	গর্ব, নিজেকে বড় মনে করা।
নত	–	নিচু হওয়া।	**সদা**	–	সবসময়।
গুণী	–	গুণ আছে যার।	**অবনত**	–	নিচু।
জ্ঞানচক্ষে	–	জ্ঞান বা বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করে।			

পাঠ-পরিচিতি

'তরু' কবিতাটি কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাব শতক' কাব্য থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। কবিতাটির মাধ্যমে সমাজে পরোপকারের কথা বলা হয়েছে। গাছ যে মানুষের আদর্শ হতে পারে তা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

তরু বা গাছ দাঁড়িয়ে থেকে কেবল যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তা নয়, গাছ থেকে মানুষ অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। গাছ ফলে পরিপূর্ণ হয়ে নত হয়। গাছে ফলের গৌরব থাকলেও তার কোনো অহংকার থাকে না। কিন্তু মানুষ যদি ধনী হয় তাহলে তার মধ্যে অহংকার দেখা দেয়। গাছ ফলশূন্য হলে সোজা দাঁড়িয়ে থাকে। নীচ মানুষের মতো গাছ কারও কাছে অবনত হয় না। মানুষের উচিত গাছ থেকে এসব শিক্ষা গ্রহণ করা।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীরা এ কবিতা পাঠের মাধ্যমে সমাজে পরোপকারের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে এবং তারা চারদিকের গাছকে দেখে গাছের মতো উপকারী হতে তৎপর হবে। সেই সাথে নীতিকথার জন্য কবিতাটি মুখস্থ করবে।

ভাষার কাজ

অনেক শব্দের বেশকিছু প্রতিশব্দ থাকে। প্রতিশব্দের সহায়তায় সুন্দরভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়।
'তরু' শব্দের প্রতিশব্দ : গাছ, বৃক্ষ, বিটপি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের লেখা কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
   - ক. কবিতা কুসুমাবলী
   - খ. সদ্ভাব শতক
   - গ. মনোরঞ্জিকা
   - ঘ. ঢাকা প্রকাশ

২. বৈশিষ্ট্য বিচারে 'তরু' কবিতাটি একটি
   i. প্রকৃতিপ্রেমমূলক কবিতা
   ii. নীতিকবিতা
   iii. শোকগাথা কবিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. i ও ii
গ. ii　　ঘ. ii ও iii

নিচের চরণ কটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

এই যে বিটপি, শ্রেণী হেরি সারি সারি–
কী আশ্চর্য শোভাময় যাই বলিহারি!
কেহ বা সরল সাধু–হৃদয় যেমন,
ফল–ভারে নত কেহ গুণীর মতোন।

১. কবিতাংশটির কবি?

ক. মধুসূদন দত্ত　　খ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
গ. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার　　ঘ. যতীন্দ্রমোহন বাগচী

২. উদ্ধৃতাংশে প্রকাশ পেয়েছে–
   i. বৃক্ষের অবদান
   ii. বৃক্ষের সৌন্দর্য
   iii. বৃক্ষের গুরুত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. ii　　খ. i ও ii
গ. iii　　ঘ. ii ও iii

৩. 'ফল–ভারে নত কেহ গুণীর মতোন।' কথাটির অর্থ কী?
   i. ফলের ভারে বৃক্ষের নুয়ে পড়া
   ii. ফলকে গুণের সঙ্গে তুলনা
   iii. ফলবান বৃক্ষ গুণবান মানুষের মতো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. ii　　খ. i ও iii
গ. iii　　ঘ. ii ও iii

সৃনজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্ধৃতিটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

কিন্তু ফলশালী হলে এই তরুগণ,
অহংকারে উচ্চশির না করে কখন।
নীচ প্রায় কার ঠাঁই নহে অবনত,

ক. কবিতায় কাকে সাধুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে
খ. কী অর্থে মানুষের চেয়ে বৃক্ষের স্বভাব ভালো? ব্যাখ্যা কর
গ. বৃক্ষের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় তুলে ধর
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বৃক্ষের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মানবচরিত্রের তুলনা কর।

নওল কিশোর

সুফিয়া কামাল

নয়া জামানার নওল কিশোর,
গান গেয়ে ওঠো জাগি,
মুমূর্ষু ধরা সুন্দর হোক
নবীন পরশ মাগি।
আলোর কমল নিষ্পাপ প্রাণ
অকলুষ দুটি আঁখি,
স্বর্গ সুষমা ছড়াইয়া দাও,
ওগো ও নবীন সাকি।

মানস স্বপ্নে তোমাদের যত
ধরণীর এই ধূলি
ফুটিয়ে তুলুক নব আলেখ্য,
বুলাও রঙিন তুলি।
তোমাদের হাটে এনে দাও আজ
হাসি–গান আর আলো,
ঘুচাও ঘুচাও নিবিড় কৃষ্ণ
হিংসা–দ্বেষের কালো।

হাসি দিয়ে ফুল বিকশিত কর,
অশ্রুর মধু দিয়া
মধুময় কর দুঃখ–দৈন্য
ব্যথিত মানব হিয়া।
তোমাদের শ্রমে মাটিতে ফলাও
স্বর্ণশস্য ভার,
ক্ষুধায় ক্লিষ্ট মানুষ যেন গো
ধরায় রহে না আর।
জ্ঞান–সিন্ধুতে গাহন করিয়া
উন্নত কর জাতি,
সাধনায় লভো দেহে মনে প্রাণে
দিব্য উজ্জ্বল ভাতি।
ললাটে জ্বলুক বিধির আশিস
দৃঢ়তার প্রত্যয়,
নওল কিশোর–কিশোরীরা মোর,
হোক জীবনের জয়।

কবি-পরিচিতি

সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালের ২০শে জুন বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদ গ্রামে তাঁর মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল কুমিল্লায়। সে আমলে মেয়েদের লেখাপড়ার মোটেই সুযোগ ছিল না। তিনি নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে ছোটবেলা থেকেই কবিতাচর্চা শুরু করেছিলেন। কিছুকাল তিনি কলকাতার একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। সুদীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যচর্চা, সমাজসেবা ও নারীকল্যাণমূলক নানা কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর কবিতা সহজ, ভাষা সুললিত, ছন্দ ব্যঞ্জনাময়। কবি সুফিয়া কামালের উল্লেখযোগ্য **কাব্যগ্রন্থ হল**– সাঁঝের মায়া, মায়া কাজল, মন ও জীবন, উদাত্ত পৃথিবী, মৃত্তিকার ঘ্রাণ, প্রশস্তি ও প্রার্থনা, মোর যাদুদের সমাধি পরে। তাঁর **গল্পগ্রন্থ**– কেয়ার কাঁটা; **স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ**– একাত্তরের ডাইরী; **শিশুদের জন্য বই** : ইতল বিতল ও নওল কিশোরের দরবারে এবং **ভ্রমণকাহিনী** –সোভিয়েতের দিনগুলো।

কবি সুফিয়া কামাল তাঁর কবি প্রতিভার জন্য অনেক পুরস্কার লাভ করেছেন। সেসব হল : বাংলা একাডেমী পুরস্কার, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, একুশে পদক, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী পুরস্কার, মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার ইত্যাদি। তিনি ১৯৯৯ সালের ২০শে নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

শব্দার্থ

জামানা	– কাল, যুগ, সময়।	**কৃষ্ণ**	– কালো।
নওল	– নতুন।	**অশ্রু**	– চোখের পানি।
মুমূর্ষু	– মারা যাচ্ছে এমন।	**হিয়া**	– মন, হৃদয়।
নবীন	– নতুন।	**শ্রমে**	– পরিশ্রমে, চেষ্টায়।
পরশ	– ছোঁয়া, স্পর্শ।	**ক্লিষ্ট**	– কষ্ট পেয়েছে এমন, ক্লান্ত।
কমল	– পদ্মফুল।	**ধরায়**	– পৃথিবীতে।
অকলুষ	– পবিত্র।	**জ্ঞান–সিন্ধু**	– জ্ঞানরূপ সিন্ধু, জ্ঞানের সাগর।
সুষমা	– সৌন্দর্য, লাবণ্য।	**গাহন**	– স্নান, গোসল।
সাকি	– পানীয় পরিবেশনকারী।	**লভো**	– লাভ করো।
মানস স্বপ্নে	– মনের স্বপ্নে।	**ভাতি**	– আলো।
আলেখ্য	– ছবি, চিত্র।	**আশিস**	– দোয়া, আশীর্বাদ।
তুলি	– যা দিয়ে ছবি আঁকা হয়।	**প্রত্যয়**	– বিশ্বাস।

টীকা

নব আলেখ্য– কিশোর–কিশোরীদের ওপরই দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। তারাই একদিন দেশকে গড়ে তুলবে, বিশ্বসভায় যোগ্য আসনে দেশকে প্রতিষ্ঠিত করবে। ভবিষ্যতের সেই উজ্জ্বল স্বপ্ন তাদের নব নব উদ্যোগ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করবে।

হিংসা–দ্বেষের কালো– কিশোর–কিশোরীদের জীবন সহজ সরল। তারা দুঃখী মানুষের দুঃখ–কষ্ট দূর করবে। মানুষে মানুষে প্রীতির মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলবে। হিংসা–বিদ্বেষ মানুষের জীবনকে দুঃখময় করে তোলে। নবীন কিশোর–কিশোরীদের এ হিংসা ও হানাহানি দূর করে মানুষের জন্য একটি সুন্দর পৃথিবী নির্মাণ করবে।

জ্ঞান–সিন্ধু– জ্ঞানরূপ সিন্ধু। কবি এখানে জ্ঞানের বিশাল জগৎকে সমুদ্ররূপে গণ্য করেছেন। তরুণ কিশোর নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা লাভ করবে। এ জ্ঞানই তাদের শক্তির উৎস রচনা করবে।

পাঠ-পরিচিতি

'নওল কিশোর' কবিতাটি কবি সুফিয়া কামালের 'নওল কিশোরের দরবারে' গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে।

একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য নবীনদের কাজ করতে হবে। দেশের কল্যাণে নতুন সৃষ্টির কাজে উদ্বুদ্ধ হতে হবে তরুণ-তরুণীদের।

নতুন যুগের কিশোর-কিশোরী নতুন স্বপ্নে জাগরিত হবে। তারা পুরানো পৃথিবীকে নতুন রূপে গড়ে তুলবে। ধূলিমলিন এ পৃথিবীতে তারা স্বর্গের সুষমা আনবে, এখানে তারা সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তুলবে। হাসি গানে মুখর করবে জীবন। সেখানে কোনো দুঃখ-দৈন্য, হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের শ্রমে এদেশের মাটিতে সোনার ফসল ফলবে, ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে তারা অন্ন যোগাবে। তারা জ্ঞানের সাধনায় ব্রতী হবে এবং তাদের কণ্ঠে জীবনের জয়গান গীত হবে।

কবি এই নবীন কিশোর-কিশোরীদের জীবনের বিজয় কামনা করেছেন।

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পড়লে শিক্ষার্থীদের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগবে। একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার স্বপ্ন তার মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে। দেশের কল্যাণে তারা নতুন সৃষ্টির কাজে উদ্বুদ্ধ হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'নওল কিশোর' কথাটির অর্থ কী?
- ক. দুরন্ত
- খ. নতুন
- গ. উচ্চাকাঙ্ক্ষী
- ঘ. ইয়াতিম

২. নিচের কোনটি সুফিয়া কামালের শিশুতোষ গ্রন্থ?
- ক. সাঁঝের মায়া
- খ. মৃত্তিকার ঘ্রাণ
- গ. মন ও জীবন
- ঘ. ইতল বিতল

উদ্ধৃতিটি পড়ে নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও:

> তোমাদের শ্রমে মাটিতে ফলাও
> স্বর্ণশস্য তার,
> ক্ষুধায় ক্লিষ্ট মানুষ যেন গো
> ধরায় রহে না আর।

১. কবিতাংশটি একটি–
- ক. উদ্দীপনামূলক কবিতার অংশ
- খ. প্রশংসামূলক কবিতার অংশ
- গ. দেশাত্মবোধক কবিতার অংশ
- ঘ. নীতিবোধমূলক কবিতার অংশ

২. কবিতাংশটিতে ব্যবহার হয়েছে:

ক. আশাবাদ
খ. নির্দেশ
গ. অনুপ্রেরণা
ঘ. আশীর্বাদ

৩. 'তোমাদের শ্রমে মাটিতে ফলাও/স্বর্ণশস্যভার' কথাটির অন্তর্হিত অর্থ হল–

i. খেতে–খামারে উৎপাদন বাড়াতে হবে
ii. সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াতে হবে
iii. আবিষ্কার উদ্ভাবনে সমৃদ্ধি আনতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

জ্ঞান–সিন্ধুতে গাহন করিয়া
উন্নত কর জাতি,
সাধনায় লভো দেহে মনে প্রাণে
দিব্য উজ্জ্বল ভাতি।

ক. 'নওল কিশোর' কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
খ. 'উন্নত কর জাতি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
গ. কবিতাংশে কবি যে পরামর্শ দিয়েছেন তোমরা কিশোর–কিশোরী হিসেবে কীভাবে তার প্রতি সম্মান দেখাবে?
ঘ. কবিতার অংশটুকু অবলম্বনে জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে জাতির উন্নয়নের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

অবাক সূর্যোদয়

হাসান হাফিজুর রহমান

কিশোর তোমার দুই
হাতের তালুতে আকুল সূর্যোদয়
রক্তভীষণ মুখমণ্ডলে চমকায় বরাভয়।
বুকের অধীর ফিনকির ক্ষুরধার
শহীদের খুন লেগে
কিশোর তোমার দুই হাতে দুই
সূর্য উঠেছে জেগে।
মানুষের হাতে অবাক সূর্যোদয়,
যায় পুড়ে যায় মর্ত্যের অমানিশা
শঙ্কার সংশয়।

কিশোর তোমার হাত দুটো উঁচু রাখ
প্রবল অহংকারে সূর্যের সাথে
অভিন্ন দেখ অমিত অযুত লাখ।

সারা শহরের মুখ
তোমার হাতের দিকে
ভয়হারা কোটি অপলক চোখ একাকার হল
সূর্যের অনিমিখে।

কিশোর তোমার হাত দুটো উঁচু রাখ
লোলিত পাপের আমূল রসনা ক্রূর অগ্নিতে ঢাকা
রক্তের খরতানে
জাগাও পাবক প্রাণ
কণ্ঠে ফোটাও নিষ্ঠুরতম গান
যাক পুড়ে যাক আপামর পশু
মনুষ্যত্বের ধিক অপমান।

কিশোর তোমার হাত দুটো উঁচু রাখ
কুহেলি পোড়ানো মিছিলের হুতাশনে
লাখ অযুতকে ডাক।

কিশোর তোমার দুই
হাতের তালুতে আকুল সূর্যোদয়
রক্তশোধিত মুখমণ্ডলে চমকাক বরাভয়।

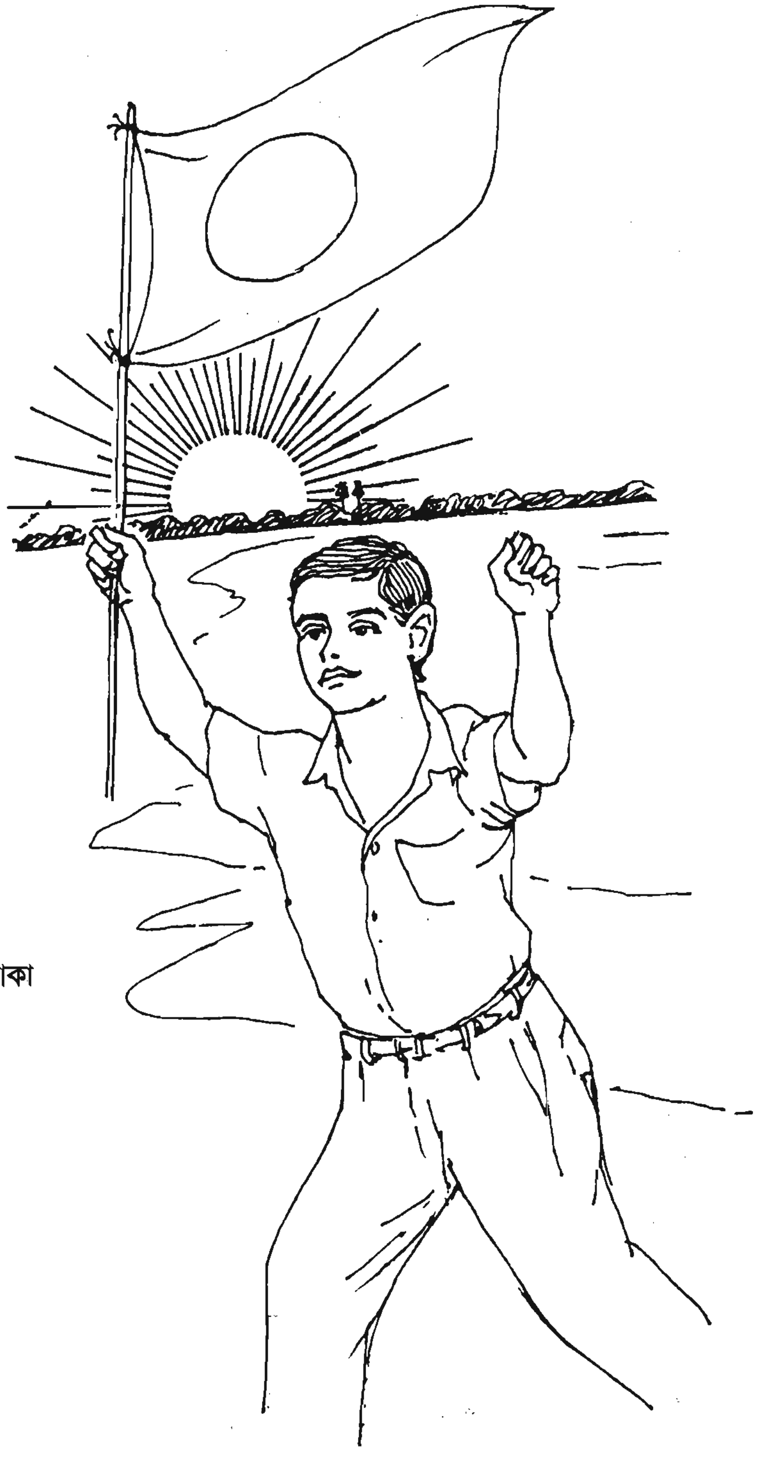

কবি-পরিচিতি

কবি, গল্পকার ও সাংবাদিক হাসান হাফিজুর রহমান ১৯৩২ সালের ১৪ই জুন জামালপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালে ১৯৫৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় সর্বপ্রথম ভাষা আন্দোলনের স্মারক সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' প্রকাশিত হয়। ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পাস করার পর তিনি 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকায় ও পরবর্তী সময়ে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। এরপর তিনি তৎকালীন 'দৈনিক পাকিস্তান' ও স্বাধীনতা–উত্তরকালে 'দৈনিক বাংলা'য় কাজ করেন। তিনি 'দৈনিক বাংলা'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। বাংলাদেশের প্রেস কাউন্সিলর হিসেবে মস্কোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে কাজ করেন। তিনি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র' নামে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৮৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে : 'বিমুখ প্রান্তর', 'আর্ত শব্দাবলী', 'অন্তিম শরের মতো', 'বজ্রচেরা আঁধার আমার', 'শোকার্ত তরবারী' এবং গল্পগ্রন্থ 'আরও দুটি মৃত্যু'।

শব্দার্থ

আকুল – কাতর, ব্যগ্র।

রক্তভীষণ মুখমণ্ডলে – রক্তলাল মুখে।

বরাভয় – ভয় না পাওয়ার জন্য আশীর্বাদসূচক বাণী, অভয় বাণী।

খুন – রক্ত।

অবাক সূর্যোদয় – এখানে সূর্য স্বাধীনতার প্রতীক। স্বাধীনতার এই আকাঙ্ক্ষিত উদয় যেন অবাক সূর্যোদয়।

মর্ত্য – পৃথিবী।

অমানিশা – কালো অন্ধকার রাত, অমাবশ্যা। এখানে পরাধীনতার গ্লানির কালো রাতকে বোঝানো হয়েছে।

শঙ্কার সংশয় – ভয় ও সন্দেহ।

প্রবল অহংকারে – গর্বের সঙ্গে, গৌরবের সঙ্গে।

অমিত – অসীম, অপরিমেয়।

অপলক চোখ – যে চোখের দৃষ্টি একদিকে স্থির।

সূর্যের অনিমিখে – সূর্যের দিকে, স্বাধীনতার দিকে।

লোলিত পাপের আমূল রসনা – পাপের লকলকে অস্থির জিহ্বা।

ক্রূর অগ্নিতে ঢাকা – নিষ্ঠুর আগুনে ঢাকা।

আপামর – সর্বসাধারণ, সামান্য লোক পর্যন্ত।

মনুষ্যত্বের – মানুষের সহজাত ও স্বাভাবিক গুণাবলি।

ধিক – অপমান, ধিক্কার।

কুহেলি – কুয়াশা।

হুতাশনে – আগুনে, প্রখর আন্দোলনের উত্তাপে।

রক্তশোধিত – রক্তের স্রোতে পরিশুদ্ধ। মানুষের আত্মদানে পবিত্র।

পাঠ-পরিচিতি

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম হয়। এ যেন রক্তিম সূর্যের মতো। নতুন এ দেশকে কবি কল্পনা করেছেন কিশোররূপে। নতুন রক্তিম স্বাধীনতা সূর্যের উদয়ের পর দূর হয়েছে সমস্ত ভয় আর সন্দেহ। স্বাধীনতার এই সোনালি সূর্যকে অম্লান রাখার জন্য সারাদেশের লক্ষ কোটি মানুষ নির্ভয়ে প্রদীপ্ত হাতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। যে অহংকার, যে গৌরবে অর্জিত হয়েছে এ স্বাধীনতা তা কোনোদিন ম্লান হওয়ার নয়। কারণ এক অন্ধকার রাতের নিগড় ভেঙে আমরা এ স্বাধীনতা এনেছি। তাই ঐক্যবদ্ধ সব মানুষ দৃপ্ত শপথে অঙ্গীকারবদ্ধ আজ। এদেশকে এখন জাগিয়ে রাখতে হবে, বুকের ভেতরে অদম্য আশাকে লালন করতে হবে। কবি মনুষ্যত্বের অপমানকারীদের ধ্বংস কামনা করেছেন। তিনি এ বিশ্বাসে স্থির হয়েছেন যে, লক্ষ প্রাণের রক্তস্নাত স্বাধীনতা অর্জনকারী এদেশের মানুষ সমস্ত ভয়কে অতিক্রম করে স্বাধীনতার চেতনাকে অম্লান রাখবে।

আমাদের গৌরবময় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এ কবিতায় সুন্দরভাবে মূর্ত হয়েছে।

উৎস

কবি হাসান হাফিজুর রহমানের 'বজ্রচেরা আঁধার আমার' কাব্যগ্রন্থ থেকে 'অবাক সূর্যোদয়' কবিতাটি নেওয়া হয়েছে।

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পড়লে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবোধ জাগ্রত হবে। স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা তারা জানবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'অবাক সূর্যোদয়', কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
   ক. বিমুখ প্রান্তর খ. আর্ত শব্দাবলী
   গ. শোকার্ত তরবারী ঘ. বজ্রচেরা আঁধার আমার

২. কার খুন লেগে সূর্য জেগে উঠেছে?
   ক. শহীদের খ. পাকবাহিনীর
   গ. কিশোরের ঘ. রাজাকার বাহিনীর

৩. 'অবাক সূর্যোদয়' কবিতা পড়ে তোমার কোন চেতনা জাগ্রত হয়েছে?
   ক. সাহসের খ. অপমানবোধের
   গ. মুক্তিযুদ্ধের ঘ. শান্তির

৪. 'কুহেলি পোড়ানো মিছিলের হুতাশনে। লাখ অযুতকে ডাক।'
   কবিতাংশে 'লাখ অযুতকে' বলতে বোঝানো হয়েছে–
   ক. সেনাবাহিনীকে খ. মেহনতি মানুষকে
   গ. মুক্তিকামী জনতাকে ঘ. মিছিলের সহযোদ্ধাকে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. কবিতার অংশটুকু পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
   মানুষের হাতে অবাক সূর্যোদয়,
   যায় পুড়ে যায় মর্ত্যের অমানিশা
   শঙ্কার সংশয়।

১. ক. কবিতাংশে মানুষের হাতে বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?
   খ. সূর্যোদয় বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
   গ. স্বাধীনতার এই উপলব্ধি কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ? তোমার অভিমত দাও।
   ঘ. কবিতাংশটুকু বিশ্লেষণ কর।

২. কবিতাংশটুকু পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

কিশোর তোমার হাতে দুটো উঁচু রাখ
লোলিত পাপের আমূল রসনা ক্রূর অগ্নিতে ঢাকা
রক্তের খরতানে
জাগাও পাবক প্রাণ
কণ্ঠে ফোটাও নিষ্ঠুরতম গান
যাক পুড়ে যাক আপামর পশু
মনুষ্যত্বের ধিক অপমান।

ক. কবিতাংশটি কোন কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে?
খ. 'পাবক প্রাণ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?—ব্যাখ্যা কর।
গ. স্বাধীনতাযুদ্ধে কবিতার এই পটভূমির বাস্তবতা আলোচনা কর।
ঘ. 'মনুষ্যত্বের ধিক অপমান'—কথাটি কোন প্রসঙ্গে কেন বলা হয়েছে? বিচার বিশ্লেষণ কর।

পণ্ডশ্রম

শামসুর রাহমান

এই নিয়েছে ঐ নিল যাঃ! কান নিয়েছে চিলে,
চিলের পিছে মরছি ঘুরে আমরা সবাই মিলে।
কানের খোঁজে ছুটছি মাঠে, কাটছি সাঁতার বিলে,
আকাশ থেকে চিলটাকে আজ ফেলব পেড়ে ঢিলে।

দিন–দুপুরে জ্যান্ত আহা, কানটা গেল উড়ে,
কান না পেলে চার দেয়ালে মরব মাথা খুঁড়ে।
কান গেলে আর মুখের পাড়ায় থাকল কী–হে বল?
কানের শোকে আজকে সবাই মিটিং করি চল।

যাচ্ছে, গেল সবই গেল, জাত মেরেছে চিলে,
পাজি চিলের ভূত ছাড়াব লাথি–জুতো–কিলে।
সুধী সমাজ! শুনুন বলি, এই রেখেছি বাজি,
যে–জন সাধের কান নিয়েছে জান নেব তার আজই।

মিটিং হল ফিটিং হল, কান মেলে না তবু,
ডানে–বাঁয়ে ছুটে বেড়াই মেলান যদি প্রভু।
ছুটতে দেখে ছোট্ট ছেলে বলল, কেন মিছে
কানের খোঁজে মরছ ঘুরে সোনার চিলের পিছে?

নেইকো খালে, নেইকো বিলে, নেইকো মাঠে গাছে;
কান যেখানে ছিল আগে সেখানটাতেই আছে।
ঠিক বলেছে, চিল তবে কি নয়কো কানের যম?
বৃথাই মাথার ঘাম ফেলেছি, পণ্ড হল শ্রম।

কবি-পরিচিতি

শামসুর রাহমান ১৯২৯ সালের ২৩শে অক্টোবর ঢাকা মহানগরীর মাহুতটুলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার পাড়াতলী গ্রাম। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৩ সালে বি. এ. পাশ করেন এবং পরে সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি 'দৈনিক বাংলার' সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন।

শামসুর রাহমান বাংলাদেশের অন্যতম খ্যাতিমান কবি। তিনি পঞ্চাশেরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর কবিতায় মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবন, জাতীয় আন্দোলন ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতার বই : প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিজ বাসভূমে, বন্দী শিবির থেকে, এক ধরনের অহংকার, অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই, দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে, হরিণের হাড় ইত্যাদি।

তিনি শিশুদের জন্য এলাটিং বেলাটিং, ধান ভানলে কুঁড়ো দেব, স্মৃতির শহর, গোলাপ ফোটে খুকির হাতে ইত্যাদি বই লিখেছেন। তিনি ইংরেজি থেকে কিছু অনুবাদও করেছেন।

কবি শামসুর রাহমান সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য অনেক পুরস্কার লাভ করেছেন। সেগুলো হল : আদমজী পুরস্কার, বাংলা একাডেমী পুরস্কার, জীবনানন্দ দাশ পুরস্কার, একুশে পদক, আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতি পুরস্কার, নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, ভাসানী পুরস্কার এবং সাংবাদিকতায় মিৎসুবিশি (জাপান) পুরস্কার ও ভারতের আনন্দ পুরস্কার ইত্যাদি। কবি ১৭ই আগস্ট ২০০৬ তারিখে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

শব্দার্থ ও টীকা

পণ্ডশ্রম – বিফল পরিশ্রম, বৃথা শ্রম।
জ্যান্ত – জীবিত, জীবন্ত।
মুখের পাড়া – চোখ, কান ও নাকসহ মুখমণ্ডল ও আশপাশের জায়গাকে বোঝানো হয়েছে।
শোকে – দুঃখে।
মিটিং (Meeting) – সভা।
জাত মারা – জাতিচ্যুত করা (এখানে কলঙ্ক লেপন করা–এই অর্থে ব্যবহৃত)।
সুধী সমাজ – বিদ্বান লোকদের সমাজ।
বাজি – পণ।
সাধের – ইচ্ছার।
জান নেব – মেরে ফেলব।
ফিটিং – মিটিং–এর অনুকার শব্দ। যেমন : কলম–টলম।
পণ্ড হল শ্রম – যে শ্রম বা চেষ্টা বৃথা গেল, যে চেষ্টার কোনো ফল পাওয়া গেল না।

পাঠ-পরিচিতি

মানুষ অনেক সময় নিজের চোখে দেখে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে কাজে অগ্রসর হয় না। অনেকে অন্যের কথায় কান দেয় এবং অকারণে উদ্বিগ্ন হয়। এভাবে চোখ থাকলেও মানুষ দেখতে চায় না, মাথা থাকলেও মাথা খাটাতে চায় না। ফলে, অন্ধভাবে পরের অনুকরণ ও অনুসরণ করে জীবন বিড়ম্বিত করে। মানুষ যদি নিজের দৃষ্টি ও বিচারশক্তিকে কাজে লাগায় তবে অনেক দুঃখ ও লজ্জাকর অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে পারে। কবিতাটিতে বলা হয়েছে যে, চিলে কান নিয়েছে শুনেই যদি চিলের পেছনে দৌড়ানো শুরু হয় তাহলে তা হবে পণ্ডশ্রম আর চরম বোকামি। চিলে কান নিয়েছে শুনে চিলকে ধরার জন্য অনেক কিছু করা হল। অথচ পরে দেখা গেল কান কানের জায়গাতেই রয়ে গেছে। বোকামির জন্য মানুষের চেষ্টা বা শ্রম ব্যর্থ হয়। তাই অকারণে বা অন্যের কথা শুনে কোনো কাজে অগ্রসর হওয়া ঠিক নয়।

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পড়লে শিক্ষার্থীদের মনে বিচারবুদ্ধি জাগ্রত হবে। অকারণে বা অন্যের কথা শুনে সে কোনো কাজে অগ্রসর হবে না। সে নিজের শ্রমকে উপযুক্ত কাজে ব্যয় করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবি শামসুর রাহমানের কবিতার বই কোনটি?

ক. নিজ বাসভূমে
খ. সৌরভের কাছে পরাজিত
গ. উদাত্ত পৃথিবী
ঘ. মৃত্তিকার ঘ্রাণ

২. অন্যের কথা শুনেই কাজে অগ্রসর হলে–

ক. কাজের উদ্যোগ থাকে
খ. কাজের ফল পাওয়া যায়
গ. ভুল পথে যেতে হয়
ঘ. শ্রম সার্থক হতে পারে

৩. কবিতাটি পড়ে কোন বিষয়টি শেখা হল:

ক. ছোট কাজে বড় উদ্যোগ নেওয়া
খ. কাজের সিদ্ধান্ত দ্রুত নেওয়া
গ. কাজ বোঝার আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া
ঘ. বিচার বুদ্ধির সঙ্গে কাজে এগিয়ে নেওয়া।

৪. কান চিলে নিয়েছে, তাতে কী হয়েছে?

ক. সত্তা হারিয়েছে
খ. কলঙ্ক লেপন হয়েছে
গ. উদ্বিগ্ন হয়েছে
ঘ. বোকামির শিকার হয়েছে

সৃনজনশীল প্রশ্ন

১. কবিতাংশটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

নেইকো খালে, নেইকো বিলে, নেইকো মাঠে গাছে;
কান যেখানে ছিল আগে সেখানটাতেই আছে।
ঠিক বলেছে, চিল তবে কি নয়কো কানের যম?
বৃথাই মাথার ঘাম ফেলেছি, পণ্ড হল শ্রম।

ক. কানের অবস্থান কোথায়, তা কে বলে দিল?
খ. কানের খোঁজের যে অভিযান চালানো হয়েছে তা বিফলে গেল কেন?–আলোচনা কর।
গ. পণ্ডশ্রম, কবিতাটি পড়ে তুমি কী শিখতে পারলে, লেখ।
ঘ. 'চিল তবে কি নয়কো কানের যম?' কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

২. চিলে কান নিয়েছে শুনেই যদি চিলের পেছনে সর্বোচ্চ শ্রম ব্যয় করা হয়, তবে তা হবে নির্বোধ সিদ্ধান্ত। কান নিয়েছে চিলে, সেজন্যে অনেক লোক মিটিং মিছিল করে তীব্র জ্বালাময়ী বক্তব্য উপস্থাপন করল। শেষ পর্যন্ত এত উদ্যোগের ফল বৃথা গেল। কারণ কান হারায়নি।

ক. কানের খোঁজে সবাই, কোথায় সাঁতার কাটছে?
খ. আমাদের আচরণের কোন বিশেষ দিকটি কবিতায় ফুটে উঠেছে? উল্লিখিত অনুচ্ছেদের আলোকে লেখ।
গ. চিলের পেছনে এত শ্রম দেওয়া কেন হাস্যকর? উপস্থাপন কর।
ঘ. অনুচ্ছেদের আলোকে পণ্ডশ্রম নামটি কতটুকু সার্থক হয়েছে তা বুঝিয়ে লেখ।

একুশের কবিতা

আল মাহমুদ

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
দুপুর বেলার অক্ত
বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায়
বরকতেরই রক্ত!

হাজার যুগের সূর্যতাপে
জ্বলবে, এমন লাল যে,
সেই লোহিতেই লাল হয়েছে
কৃষ্ণচূড়ার ডাল যে!

প্রভাতফেরির মিছিল যাবে
ছড়াও ফুলের বন্যা,
বিষাদগীতি গাইছে পথে
তিতুমীরের কন্যা।

চিনতে নাকি সোনার ছেলে
ক্ষুদিরামকে চিনতে?
রুদ্ধশ্বাসে প্রাণ দিল যে
মুক্ত বাতাস কিনতে?

পাহাড়তলির মরণ চূড়ায়
ঝাঁপ দিল যে অগ্নি
ফেব্রুয়ারির শোকের বসন
পরল তারই ভগ্নী।
প্রভাতফেরি প্রভাতফেরি
আমায় নেবে সঙ্গে,
বাংলা আমার বচন, আমি
জন্মেছি এই বঙ্গে।

কবি-পরিচিতি

আল মাহমুদের আসল নাম মীর আবদুস শাকুর আল মাহমুদ। তবে তিনি আল মাহমুদ নামেই পরিচিত। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ই জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মোড়াইল গ্রামের মোল্লাবাড়িতে তাঁর জন্ম। তিনি সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি দৈনিক গণকণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর পরিচালকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর প্রকাশিত কবিতার বই : লোক লোকান্তর, কালের কলস, সোনালী কাবিন, মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো, অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না, বখতিয়ারের ঘোড়া, মিথ্যেবাদী রাখাল, একচক্ষু হরিণ, প্রহরান্তের পাশ ফেরা, পাখির কাছে ফুলের কাছে, আরব্য রজনীর রাজহাঁস, আমি দূরগামী ইত্যাদি।

তাঁর গল্পের বইয়ের নাম : 'পানকৌড়ির রক্ত', 'সৌরভের কাছে পরাজিত'।

সাহিত্যসাধনায় বিশেষ অবদানের জন্য আল মাহমুদ বাংলা একাডেমী পুরস্কার, জয় বাংলা সাহিত্য পুরস্কার, হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার, জীবনানন্দ দাশ স্মৃতি পুরস্কার, সুফী মোতাহার হোসেন সাহিত্য স্বর্ণপদক, বাংলাদেশ লেখক সংঘ ইত্যাদি পুরস্কার লাভ করেন।

শব্দার্থ

অক্ত – (আরবি ওয়াক্ত) সময়।

লোহিত – লাল রং, রক্তবর্ণ।

প্রভাতফেরি – প্রভাতে গান গেয়ে যে শোভাযাত্রা বা মিছিল করা হয়। এখানে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরি বোঝানো হয়েছে।

বিষাদগীতি – শোকগীতি, দুঃখের গান।

রুদ্ধশ্বাসে – শ্বাস বন্ধ অবস্থায়। এখানে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মৃত্যুকে বোঝানো হয়েছে।

বচন – মুখের ভাষা, বুলি।

টীকা

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ–১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের দাবিতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মিছিলের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এতে সালাম, বরকত, জব্বার, রফিক প্রমুখ শহীদ হন। এর পর থেকেই একুশে ফেব্রুয়ারি 'শহীদ দিবস' হিসেবে পালিত হয়। আর এ আন্দোলনের পথ ধরেই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

বরকত–১৯২৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পুরো নাম আবুল বরকত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. শেষ পর্বের ছাত্র ছিলেন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে অনুষ্ঠিত মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। আবুল বরকত পুলিশের গুলিতে সেদিন নিহত হন। ঢাকা আজিমপুর গোরস্তানে তাঁর কবর রয়েছে।

তিতুমীর–তিতুমীর নামে পরিচিত সৈয়দ নিসার আলী পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়ান। এ উদ্দেশ্যে তিনি নারিকেলবাড়িয়ায় একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। ১৮৩১ সালে ইংরেজদের কামানের গোলার মুখে কেল্লাটি ধ্বংস হয়। তিতুমীর এ যুদ্ধে শহীদ হন।

ক্ষুদিরাম–ব্রিটিশের কবল থেকে দেশকে উদ্ধারের জন্য বিপ্লবী অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত তরুণ। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী বাংলার গভর্নর ফ্রেজার এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের গভর্নর ফুলারকে হত্যা করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে ধরা পড়েন। ব্রিটিশ সরকার এঁদের ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে।

পাহাড়তলি–চট্টগ্রামের পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ ছিল বিপ্লবীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ। সূর্য সেনের নির্দেশক্রমে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে এই ক্লাবে বিপ্লবীরা হানা দেয়। আক্রমণকালে আহত প্রীতিলতা ইংরেজদের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার আগেই আত্মহত্যা করেন।

পাঠ-পরিচিতি

'একুশের কবিতা' কবির 'পাখির কাছে ফুলের কাছে' নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

একুশের কবিতায় ১৯৫২ সালে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের শহীদেরা মাতৃভাষার জন্য সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অতীতে যাঁরা জীবন দিয়েছেন কবি তাঁদের কথাও উল্লেখ করেছেন। অতীতের মহান আত্মত্যাগের ফলেই এদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে অতীতের ত্যাগ আর ভবিষ্যতের প্রেরণা প্রতিফলিত হয়।

কবিতাটিতে একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের পরিবেশ এবং জাতীয় জীবনে এর সুমহান তাৎপর্য সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি যেন ভাষা শহীদের রক্তে রঞ্জিত। অতীত আর বর্তমানের সংগ্রামী চেতনা শহীদ দিবসে প্রতিফলিত হয় এবং বাঙালি জাতি সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে।

কবিতাটি পাঠের মাধ্যমে অমর ভাষা–শহীদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা জানা যাবে।

পাঠের উদ্দেশ্য

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের মাতৃভাষা বাংলার জন্য এদেশের তরুণরা রাজপথে রক্ত ঝরিয়েছে। এ কবিতাটি পড়ে শিক্ষার্থীরা অমর ভাষা–শহীদদের কথা জানবে। নিজের দেশ ও ভাষার প্রতি তাদের মমত্ববোধ জাগবে। সেই সঙ্গে তারা এদেশের বীর স্বাধীনতা–সৈনিকদের কথাও জানতে পারবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. একুশে ফেব্রুয়ারি দুপুরবেলায় কী ঘটেছিল?

ক. বরকতের রক্ত ঝরেছিল

খ. ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল

গ. তিতুমীরের কন্যা মিছিল করেছিল

ঘ. কৃষ্ণচূড়ার ডাল লাল হয়েছিল

প্রভাতফেরি হচ্ছে–

i. ভোরের হাওয়ায় মানুষের মিছিল

ii. শহীদদের স্মরণে দুপুরের মিছিল

iii. শহীদদের স্মরণে ভোরের মিছিল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও iii
ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

বাঙালি তার আবেগমাখা স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতিকে ধরে রেখেছে স্থাপত্য স্তম্ভের মধ্য দিয়ে। চির উন্নত শির এই জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ একই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয় বীরশ্রেষ্ঠদের কথা এবং বাঙালির আপোসহীন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলিষ্ঠ অভিব্যক্তির কথা। এই স্মৃতিস্তম্ভ স্মরণ করে বাঙালির দীর্ঘ কালের আত্মত্যাগ ও মহিমার স্বরূপকে। এই জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর সেনানীদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষেরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়।

ক. একুশের কবিতা কাদের উদ্দেশে লেখা হয়েছে?
খ. কবিতায় মুক্ত বাতাস বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্ধৃতাংশের সঙ্গে একুশের কবিতার মূলভাব কীভাবে সম্পর্কিত তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. বাঙালির আপোসহীন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলিষ্ঠ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—একুশের কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

নিমন্ত্রণ

আশরাফ সিদ্দিকী

আমার বাড়ির গাঁয়ের পথে সবুজ মাঠের ধারে
অদূর বনের হাতছানি তাই মন যে সদাই কাড়ে!
সকাল সাঁঝে আপন কাজে রাখাল গেয়ে যায়–
হাওয়ায় দুলি ধানের শিষে ডাক দে বলে আয়!

হেথায় দূরে খালের ধারে ঝাউ–এর বনের ফাঁকে
বিজন রাতে নিতুই প্রাতে ডাহুক স্নেহে ডাকে!
দিনের শেষে লোহিত বেশে বিশ্ব যবে সাজে–
চাষিরা সব ফেরে ঘরে ক্ষান্ত দিয়ে কাজে!

পাখির মুখে হাওয়ার বুকে সাঁঝের খুশি ঝরে–
বাজিয়ে বেণু চরিয়ে ধেনু রাখাল ফেরে ঘরে!
বনের মাথায় আকাশ নামে তারার ফুল ফোটে
বন্ধুরা মোর! আসবে হেথায়? আনব সে ফুল লুটে!

হেথায় আছে কাজলা দিঘি–হিজল বনের পাশে–
ছায়ায় ঘেরা শীতল নীরে রক্তকমল হাসে!
কমল বনে কাটব সাঁতার–খেলব তাই তাই
পল্লী দুলাল ডাকছে তোমায়–ডাকছে তোমায় ভাই!

গাঁয়ের ধারে বিলের পারে পদ্ম ভরা জলে–
শাপলা শালুক কলমি কমল সবুজ থরে ফলে!
সেথায় চরে হাজার পাখি নিতুই দিবস ভর
সাঁঝের মায়ায় কল্পপুরীর নামে তেপান্তর!

বর্ষাদিনে পল্লী ভাসে চতুর্দিকে বারি–
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর দেয় না খেয়া পাড়ি।
সাঁঝের রবি অদূর বনে অস্তাচলে যায়
চতুর্দিকে বাজে বাঁশি–ডাকে ওরে আয়!

কবি-পরিচিতি

আশরাফ সিদ্দিকী টাঙ্গাইল জেলার নাগবাড়িতে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দের ১লা মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে বি.এ. অনার্স ও এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম.এ ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল লোকসাহিত্য। তিনি পেশাগত দিক থেকে সরকারি কলেজে বাংলা বিষয়ের অধ্যাপক, কলেজের অধ্যক্ষ ও বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ইত্যাদি পদে চাকরি করেন। বর্তমানে তিনি অবসর জীবনযাপন করছেন।

আশরাফ সিদ্দিকী কবি হিসেবে সাহিত্যের অঙ্গনে আগমন করেন। তবে তিনি কবিতার সঙ্গে সঙ্গে গল্প, শিশুসাহিত্য, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, অনুবাদ ইত্যাদি বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর লেখা বইগুলো হল– কবিতা : তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা, সাত ভাই চম্পা, বিষ কন্যা, উত্তর আকাশের তারা, তিরিশ বসন্তের ফুল, কুঁচ বরণের কন্যে, ঝড় তুফানে ইত্যাদি। তাঁর **গল্পের বই** : রাবেয়া আপা ও অন্যান্য গল্প। শিল্প সাহিত্যে তাঁর অবদান : কাগজের নৌকা, সিংহের মামা ভোম্বল দাস, আমার দেশের রূপকাহিনী, বাণিজ্যেতে যাব আমি। তাঁর **প্রবন্ধের বই** : লোকসাহিত্য, কিংবদন্তির বাংলা, শুভ নববর্ষ, লোকায়ত বাংলা। **স্মৃতিকথার বই** : রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন, যা দেখেছি, যা পেয়েছি। এসব ছাড়াও তিনি ইংরেজি থেকে বেশ কিছু অনুবাদও করেছেন।

সাহিত্যসাধনার জন্য আশরাফ সিদ্দিকী অনেকগুলো পুরস্কার পেয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : শিশু সাহিত্যের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার, দাউদ সাহিত্য পুরস্কার ও ইউনেস্কো পুরস্কার।

শব্দার্থ

নিমন্ত্রণ – দাওয়াত, আমন্ত্রণ।
অদূর – খুব দূরে নয়, কাছাকাছি।
হাতছানি – হাতের ইশারা।
সদাই – সব সময়।
সাঁঝে – সন্ধ্যায়।
রাখাল – মাঠে গরু চরায় যে।
নিতুই – নিত্য, প্রতিদিন।
প্রাতে – প্রভাতে, সকালবেলায়।
লোহিত – লাল রং।
ক্ষান্ত – থেমে যাওয়া, শেষ করা।
বেণু – বাঁশ, বাঁশি।
ধেনু – গরু।
নীর – পানি।
রক্তকমল – লাল পদ্ম।
কমল – পদ্ম ফুল।
দুলাল – আদরের ছেলে।
দিবস – দিন।
থরে – স্তরে।
বারি – পানি
অস্তাচলে – পশ্চিম আকাশে, যেখানে সূর্য ডোবে।

টীকা

কল্পপুরী – কল্পনার জগৎ, যেখানে যা ইচ্ছা কল্পনা করা যায়।

তেপান্তর – বহুদূরব্যাপী জনহীন বিশাল মাঠ, রূপকথার গল্পে এই মাঠের কথা আছে।

দিনের শেষে লোহিত বেশে– দিনের শেষে পশ্চিম আকাশে সূর্য ডোবে। তখন লাল রঙে আকাশকে রাঙিয়ে তোলে। কবি কল্পনা করেছেন, দিনের শেষে পৃথিবী যেন নতুন সাজে সেজেছে।

ছায়ায় ঘেরা শীতল নীরে রক্ত কমল ভাসে–গাঁয়ের দিঘির জলে লাল পদ্মফুল ফোটে। দিঘির চারপাশ গাছ–গাছালিতে ভরা বলে দিঘির পানি খুবই শীতল। সেই শীতল পানি শরীর ও মন জুড়িয়ে দেয়।

খেয়া পাড়ি–নদীতে নৌকা দিয়ে এক পাড় থেকে অপর পাড়ে যাওয়া।

পাঠ-পরিচিতি

‘নিমন্ত্রণ’ কবিতাটি কবির ‘কাগজের নৌকা’ কাব্যগ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

কবিতাটিতে পল্লীজীবন ও প্রকৃতির একটি চমৎকার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

কবিতাটিতে সবুজ মাঠের ধারে গাঁয়ের বাড়িতে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। গাঁয়ে গেলে সেখানকার অপূর্ব সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করবে। তখন মনে আনন্দের কোনো সীমা থাকবে না। গাঁয়ের সৌন্দর্যের শেষ নেই। রাখাল ছেলের আনন্দের জীবন সেখানে মন টেনে নেয়। গাঁয়ের শান্ত নীরব জীবন কতই না আনন্দের। গাছ–গাছালি, ফুলফল, পাখ–পাখালি সবাই মিলে গ্রামকে কত সুন্দর করেছে। বিলের পানিতে শাপলা ফোটে। বৃষ্টির দিনে মন ভরে ওঠে খুশিতে। গাঁয়ের এই অপরূপ সৌন্দর্যের মধ্যে পরম আনন্দে কাটাবার জন্য কবি তাঁর শহরের বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছেন।

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পড়ে শিক্ষার্থীরা পল্লীপ্রকৃতির রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তারা পল্লীপ্রকৃতির বর্ণনা দিতে পারবে এবং কবিতাটি আবৃত্তি করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. “নিমন্ত্রণ” কবিতাটি আশরাফ সিদ্দিকীর কোন কাব্য গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
- ক. সাত ভাই চম্পা
- খ. বিষ কন্যা
- গ. কাগজের নৌকা
- ঘ. তিরিশ বসন্তের ফুল

২. এই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে–
- ক. বাঙালির আতিথেয়তা
- খ. বর্ষার সৌন্দর্যের কথা
- গ. পল্লীর জীবনযাত্রা
- ঘ. পল্লীপ্রকৃতি ও রূপবৈচিত্র্য

৩. দিনের শেষ ছাড়া আর কখন বিশ্বপ্রকৃতি লোহিত বেশ ধারণ করে?
- ক. ধলপ্রহরে
- খ. প্রভাতে
- গ. মধ্যাহ্নে
- ঘ. অপরাহ্নে

৪. কবিতাটি পাঠে আমাদের মনে কোন ভাবের উদয় হয়?
- ক. প্রকৃতির জন্য আকর্ষণ
- খ. পল্লীর প্রতি আকর্ষণ
- গ. শহরের প্রতি বিমুখতা
- ঘ. দেশের জন্য মমত্ব

সৃজনশীল প্রশ্ন

কবিতাংশটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

পাখির মুখে হওয়ার বুকে সাঁঝের খুশি ঝরে–
বাজিয়ে বেণু চরিয়ে ধেনু রাখাল ফেরে ঘরে!
বনের মাথায় আকাশ নামে তারার ফুল ফোটে
বন্ধুরা মোর! আসবে হেথায়? আনব সে ফুল লুটে!

ক. উদ্ধৃত কবিতাংশটিতে কোন সময়ের কথা বলা হয়েছে?
খ. “সাঁঝের খুশি” বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন–আলোচনা কর।
গ. উদ্ধৃতাংশে বর্ণিত চিত্রের সঙ্গে সকালবেলার কর্মব্যস্ত হয়ে ওঠার সময়ের তুলনা কর।
ঘ. ‘বন্ধুরা মোর! আসবে হেথায়?’–কবির এ আহ্বানের মর্মার্থ বিশ্লেষণ কর।